

নতুন
আঙ্গিকে

ORACLE BCS

Scanned By: Mozahidul Islam

FB: Dream-Catcher Mozahid

Join my fb Group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) +Library

বিসিএস

প্রিলিমিনারী

Lecture No

1-4

নাম

ব্যাচ নং

রোল

বাংলা

TOPICS

- ❖ বাঙালি জাতির উদ্ভব, বাংলা ভাষার উদ্ভব, বাংলা লিপির উদ্ভব, চর্যাপদ
- ❖ মধ্যযুগের সাহিত্য: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গল কাব্য, জীবনী সাহিত্য অনুবাদ সাহিত্য, রোমান্সধর্মী সাহিত্য, নাথ সাহিত্য, পুঁথি সাহিত্য, মর্সিয়া সাহিত্য শায়ের ও কবিওয়ালা, লোক সাহিত্য
- ❖ আধুনিক যুগ ও বাংলা গদ্যের উদ্ভব, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও পণ্ডিতগণ, রাজা রাম মোহন রায়, পুরাতন রীতির কবি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, উপন্যাস, প্যারীচাঁদ মিত্র

রাফিন প্লাজা লিফট-৫ নীলক্ষেত বলাকা হলের পাশে

৩/বি মীরপুর রোড, ঢাকা। ফোন : ০১৭৪৬১৯৮৪৪৫, ০১৭১৮৫৬৯৩৫৮

বাঙালি জাতির উদ্ভব

বাঙালি শব্দের বুৎপত্তি —

বজা (ব্যক্তি) + আহাল (সন্তান) → বজাহাল → বজাল → বাজাল → বাঙালি।

মোগল সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'বাংলা' শব্দ ব্যবহার করেন এবং নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করে দেখান—প্রাচীন বজা শব্দের সাথে বাঁধ বা জমির সীমানাবাচক আল (আইল) প্রত্যয়যোগে বাজাল শব্দের উৎপত্তি > বাংলা শব্দের উৎপত্তি।

বাঙালি জাতির মূল কাঠামো সৃষ্টির কাল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুসলমান অধিকারের পূর্বপর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাচীন বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—(ক) প্রাক-আর্য বা অনার্য। (খ) আর্য নরগোষ্ঠী।

আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী চার শাখায় বিভক্ত ছিল; যথা— নেগ্রিটো, অস্ট্রিক; দ্রাবিড় ও তোটচীনীয়। অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে। এদের আরেক পরিচয় হচ্ছে নিষাদ জাতি নামে।

অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে আর্যপূর্ব বা অনার্য বাঙালি জাতির সৃষ্টি। অস্ট্রিক জাতি ইন্দোচীন থেকে বাংলায় প্রবেশ করে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চল দিয়ে মঙ্গোলীয়দের আগমন ঘটে।

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে আফগানিস্তানের খাইবার গিরিপথ দিয়ে ককেশীয় অঞ্চলের শ্বেতকায় আর্যগোষ্ঠী ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। উপমহাদেশে আগমনের অন্তত চৌদ্দশত বছর পরে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে বজা ভূখণ্ডে আর্যদের আগমন ঘটে।

বাংলাদেশে আর্যভাষা ও সংস্কৃতি দৃঢ়মূল হয় গুপ্তযুগে অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে। অষ্টম শতকে সেনীয় গোত্রের আরবীয় মুসলমানদের বাংলায় আগমন ঘটে। অষ্টম শতকে আরবীয় ছাড়াও নেগ্রিটো গোত্রের হাবশী, তুর্কী, ইরানি, আফগান ও মোগলরা বাংলায় আসে।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'বাংলার ইতিহাসে ধারা' গ্রন্থে দেখিয়েছে—বাঙালির রক্তে ৬০% আদি অস্ট্রেলীয়, ২০% মঙ্গোলীয়, ১৫% নেগ্রিটো এবং ৫% অন্যান্য নরগোষ্ঠীর রক্তের সংশ্রমণ ঘটেছে।

আদি অস্ট্রেলীয় বা ভেড্ডি — নিষাদ, কোল, ভাল, মুন্ডা, সাঁওতাল, সরব, পুলিন্দ, মাল পাহাড়ি প্রভৃতি।

মঙ্গোলীয় — কিরাত, রাজবংশী, নাগা, কোচ, মেচ, শিমুর, কুকি, চাকমা প্রভৃতি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ১। বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে?
— আইন-ই-আকবরী।
- ২। বাঙালি জাতির উৎপত্তি কোন নৃগোষ্ঠী হতে বলে ধারণা করা হয়?
— অস্ট্রিক জাতি থেকে।
- ৩। আর্যগণ কবে প্রথম বজা ভূখণ্ডে আগমন করে?
— খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে।
- ৪। সর্বপ্রথম কোন গ্রন্থে বজা নামের উল্লেখ রয়েছে?
— ঐতরেয় আরণ্যক।

বাংলা ভাষার উদ্ভব

বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৫,০০০ বছর পূর্বে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার অস্তিত্ব ছিল। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ বছর পূর্বে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার দুই শাখা কেমত ও শতম শাখার ইন্দো-এশীয় রূপ শতম শাখা থেকে প্রাচীন আর্য ভাষার উদ্ভব।

ভারতীয় আর্য শাখার সৃষ্টি হয় প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দে। ভারতীয় আর্যভাষায় তিনটি স্তর।

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা : সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত। এ সময়কালের প্রচলিত ভাষা হচ্ছে—বৈদিক ও সংস্কৃত। আর্যদের ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' এর ভাষা হচ্ছে—বৈদিক। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও পণ্ডিত পাণিনি বৈদিক ভাষার সংস্কার করে নির্দিষ্ট সূত্র প্রদান করেন। এটি সংস্কৃত নামে পরিচিত। আর্য ভাষা সাধারণের জড়তাপূর্ণ উচ্চারণের ফলে তৎসম শব্দের নানা পরিবর্তন সাধিত হয় এবং পালি ভাষার উদ্ভব ঘটে।

(খ) মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা : সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার স্তরগুলো হচ্ছে—পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ। প্রাকৃত ভাষা অঞ্চল ভেদে বিভক্ত হয়েছে যেমন—মাগধী, মহারাষ্ট্রী, অর্ধ-মাগধী ও শৌরসেনী।

(গ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা : সময়কাল খ্রিস্টীয় দশম শতক থেকে আধুনিক কাল। দশম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল। নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় বিভক্ত শাখা হচ্ছে— বাংলা, হিন্দি, মৈথিলি, আসামি, উড়িয়া, ভোজপুরিয়া, মারাঠি ইত্যাদি।

প্রাকৃত ভাষার দুর্বল কাঠামো এবং ব্যাকরণবন্ধ রূপের স্থিতি না থাকায় জনসাধারণের উচ্চারণে অপপ্রয়োগ ও শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয় এবং নানা অপভ্রংশের সৃষ্টি হয়। পূর্ব ভারতে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতজাত মাগধী অপভ্রংশ হতে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে বাংলা ভাষা উৎপত্তি দ্বাভ করে।

○ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষায় উৎপত্তিকাল দশম শতক।

○ স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন ও ড. সুনীতি কুমারের মতে, মাগধী প্রাকৃতের বিকৃত রূপ মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, গোড়ীয় প্রাকৃতের অপভ্রংশ রূপ গোড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।

প্রিলিমিনারী পরীক্ষার প্রশ্ন :

১. বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি? (১৪তম বিসিএস পরীক্ষা)

(ক) নবম থেকে ত্রয়োদশ (খ) দশম থেকে চতুর্দশ

(গ) একাদশ থেকে পঞ্চদশ (ঘ) সপ্তম থেকে দশম

২. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে— (১৭তম বিসিএস পরীক্ষা)

(ক) সংস্কৃত (খ) পালি

(গ) প্রাকৃত (ঘ) অপভ্রংশ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ১। বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন শতাব্দীতে? — সপ্তম শতকে।
- ২। বাংলাভাষা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? — ইন্দো ইউরোপীয়।
- ৩। বাংলা ভাষার আনুমানিক বয়স কত?
— চৌদ্দশত বছর বা এক হাজার বছরের অধিক।

বাংলা লিপির উদ্ভব

প্রাচীন ভারতের প্রচলিত চিত্রালিপিকে অবলম্বন করে ভারতীয় লিপিমালার উৎপত্তি। ভারতীয় লিপিমালার প্রাচীন দুটি রূপ হল — ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী।

ব্রাহ্মী লিপি থেকে বাংলা লিপির উৎপত্তি। ব্রাহ্মী লিপিকে ভারতের মৌলিক লিপি বলা হয়। বাংলা লিপি ছাড়াও সিংহলি, ব্রাহ্মী, শ্যামি, নবদ্বীপি, তিব্বতি লিপির উৎসও ব্রাহ্মী লিপি। ব্রাহ্মীলিপিতে বাম দিক থেকে ডান দিকে লেখা হয়।

খরোষ্ঠী লিপির প্রচলন ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতে। খরোষ্ঠী লিপিতে ডান দিকে থেকে বাম দিকে লেখা হয়।

সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মী লিপি ছড়িয়ে পড়লেও পরবর্তী দু'তিন শতাব্দীর মধ্যে এতে অঞ্চলভিত্তিক নানা পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। অষ্টম শতকে ব্রাহ্মী লিপি থেকে তিনটি শাখার উদ্ভব হয়।

(ক) পশ্চিমা লিপি;

(খ) মধ্য ভারতীয় লিপি;

(গ) পূর্বলিপি।

□ দক্ষিণ ব্রাহ্মী লিপি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমের নাগরী লিপির উদ্ভব হয়।
□ পূর্বা লিপি প্রভাবিত পূর্ব ভারতে 'কুটিল' থেকে বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব ঘটে। মূলত উড়িয়া থেকে পূর্বাঞ্চলের সমস্ত অংশে বাংলা লিপির প্রচলন ঘটে। পূর্বা লিপি থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যে উদ্ভব হয় বাংলা লিপি। উড়িয়া, মৈথিলি ও আসামি লিপির ওপর বাংলা লিপির প্রভাব রয়েছে।

পাল শাসনামলে বাংলায় বাংলা লিপির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং সেন বংশের শাসনামলে বাংলা লিপির স্থায়ী রূপ তৈরি করে অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হলে ছাপাখানার প্রভাবে পরবর্তীকালে বাংলা লিপির তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অহমিয়া ও বাংলা অক্ষরের মধ্যে গুটিকয়েক অক্ষর ছাড়া কোন পার্থক্য নেই।

বাংলা বর্ণমালায় মোট ৫০টি বর্ণ রয়েছে — ১১টি স্বরবর্ণ ও ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ। বাংলা ভাষায় শব্দ সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার। তার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার তৎসম শব্দ, আড়াই হাজার আরবি-ফারসি, ৪০০ শত-এর মতো তুর্কি শব্দ। ১,০০০ এর মতো ইংরেজি, ১০০টি পর্তুগীজ-ফারসি, আরও কিছু অন্যান্য বিদেশি শব্দ; বাদবাকি শব্দ তদ্ভব ও দেশি।

বাংলাদেশ প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় রংপুরে।

বাংলা লিপির তৈরির প্রযুক্তিবিদ চার্লস উইলকিন্স এবং কারিগর হলেন পঞ্চানন কর্মকার।

১৭৭৮ সালে এড্‌জ সাহেবের ছাপাখানায় ন্যাথানিয়েল ব্রাশি হ্যালহেডের লেখা 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' চার্লস উইলকিন্স-এর তত্ত্বাবধানে ছাপা হয়; বইটি ছাপাতে ছেনিকাটা ঢালাই করা চালানশীল ধাতব হরফ ব্যবহার করা হয়েছিল। আর এ হরফ তৈরি সম্ভব হয়েছিল উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্মকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায়। পঞ্চানন কর্মকার পরে সুন্দরতম ও পূর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র আরেক সেট বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন।

প্রিলিমিনারী পরীক্ষার প্রশ্ন :

১. বাংলা লিপির উৎস কি? (১৪তম বিসিএস)

ক) সংস্কৃত লিপি

খ) চীনা লিপি

গ) আরবি লিপি

✓ ঘ) ব্রাহ্মী লিপি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। কোন সম্রাট তার শাসনমালা ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ করেন? — সম্রাট অশোক।

২। বাংলা লিপির গঠনকার্য কোন আমলে শুরু হয়? — সেন আমলে।

৩। বাংলা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করে কখন? — পাঠান আমলে।

বাংলা ভাষার যুগ বিভাগ

□ চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন। 'চর্যাপদ' থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রাচীন যুগ — ৬৫০ খ্রি. বা ৯৫০ খ্রি. থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ। প্রাচীন যুগের নিদর্শন — চর্যাপদ। এর ভাষা সম্ভাষা বা আলো আধারির ভাষা।

মধ্যযুগ — ১২০০ খ্রি. থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মধ্যযুগের বাংলা ভাষার দুটি স্তর —

(i) আদিস্তর—চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীকাল। এ স্তরের ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার প্রয়োগ ও সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার হয়। এ স্তরের সাহিত্যিক নিদর্শন—

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — বড় চণ্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণবিজয় — মালাধর বসু

রামায়ণ পাঁচালী — কুন্তিবাস

মহাভারত পাঁচালী — কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী

মনসামঙ্গল — নারায়ণদেব, বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত

চণ্ডীমঙ্গল — মাণিক দত্ত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুটি ধারা—(i) কাহিনী কাব্য ও (ii) গীতিকাব্য। মধ্যযুগে নবজাগরণের মন্ত্রধ্বনি নিয়ে আগমন ঘটে শ্রীচৈতন্যকাব্যে (১৪৮৬—১৫৩৩)। শ্রীচৈতন্যদেবের নামানুসারে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়।

চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগ (১৪৫১—১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)

চৈতন্য যুগ (১৫০১—১৬০০ খ্রিস্টাব্দ)

চৈতন্য পরবর্তী যুগ (১৬০০—১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)

○ বৈষ্ণব পদাবলী — বাংলা ও মৈথিলী ভাষার সম্মিশ্রণে ব্রজবুলি ভাষার প্রতিষ্ঠা।

(ii) মধ্যযুগের অন্ত্যস্তর — ষোড়শ — সপ্তদশ — অষ্টাদশ শতাব্দী।

ষোড়শ শতাব্দী — বাংলা ভাষায় — আরবি-ফারসি শব্দের প্রভাব।

○ বাংলা ভাষার মার্জিত রূপ লাভ — ভারত চন্দ্র রায়গুণাকরের হাতে।

(গ) আধুনিক যুগ — ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রবাহমান। এ সময়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা, বিকাশ-পরিণতি ঘটে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভাষারীতি দুটি — সাধু ও চলিত।

প্রিলিমিনারী পরীক্ষার প্রশ্ন :

১. বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে — বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ। (৩৪তম বিসিএস)

ক) ৪৫০ - ৬৫০

খ) ৬৫০ - ৮৫০

✓ গ) ৬৫০ - ১২০০

ঘ) ৬৫০ - ১২৫০

লেখকতার নং - ২

চর্যাপদ

প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন 'চর্যাপদ'। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে নেপালের বৌদ্ধতাত্ত্বিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ পায়।

ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ গ্রন্থাগার থেকে কতগুলো পদ আবিষ্কার করেন। তাঁর সম্পাদনায় ৪টি পৃথি একত্রে 'হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পৃথি চারটি হচ্ছে — চর্যার্চ্য বিনিচয়, সরহপাদের দোহা, কৃষ্ণপাদের দোহা ও ডাকানব। পৃথি চারটির মধ্যে বাংলায় রচিত একমাত্র পৃথি চর্যার্চ্য বিনিচয়। সরহপাদের দোহা, কৃষ্ণপাদের দোহা ও ডাকানব পৃথি তিনটি অপভ্রংশ ভাষায় রচিত।

চর্যাপদ হল বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন সংগীত। বৌদ্ধ সহজিয়ানী ও বজ্রিয়ানী আচার্যগণ সিদ্ধার্থ নামে খ্যাত ছিলেন। চর্যার প্রতিটি পদের উপরে রাগরাগিনীর উল্লেখ রয়েছে। চর্যার গানগুলো থেকে বাংলা ভাষার ঠিক আগেকার নমুনা এবং সেকালের সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। এসব গানের অর্থ খুব পরিষ্কার নয়। এর বাইরের অর্থ এবং অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে। বাইরের কথাগুলোকে রূপক হিসেবে ধরে নিয়ে বৌদ্ধ সিদ্ধার্থগণ সাধনার গূহ্য কথা বলার চেষ্টা করেছেন। এজন্য পন্ডিতেরা এর ভাষাকে আলো-আধারী বা সাম্ভাষা ভাষা বলেছেন।

পাল আমলে চর্যাপদ লিখিত হতে শুরু করে। সপ্তম শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে চর্যাপদ রচিত হয়। চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯২৭ সালে।

চর্যাপদের ভাষা নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৯২০ সালে। চর্যাপদ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। চর্যাপদের প্রথম ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়— ১৯২৬ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ OBDL-এ।

চর্যাপদের পৃথিটির নাম ছিল—চর্যাগীতিকোষ এবং সংস্কৃত টীকার নাম চর্যার্চ্য বিনিচয়। চর্যাপদের সংস্কৃত টীকাকার হচ্ছেন— মুনিদত্ত। তিনি ৪০টি পদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

চর্যাপদে মোট পদের সংখ্যা — ৫১টি। উদ্ধার করা মোট পদের সংখ্যা — সাড়ে ৪৬টি। পাওয়া যায়নি — ২৪, ২৫, ৪৮ নং এবং ২৩ নং এর অর্ধেক পদ। তাছাড়া ১১ নং পদকে প্রাপ্তি তালিকা গণ্য করা হয়নি (টীকাভাষা নেই)। ড. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন এবং ১৯৩৮ সালে প্রকাশ করেন। চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদক কীর্তিচন্দ্র।

চর্যার্চ্যবিনিচয় (চর্যাপদ)—এর মোট পদকর্তা ২৪ জন। পদকর্তাদের (কবিদের) নামের শেষে গৌরব সূচক পা যোগ হয়েছে। চর্যাপদ জন পদকর্তা হলেন— লুই, কুকুরী, বিরুআ, গুন্ডরী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিষ্ঠা, বীণা, সরহ, শবর, আজদেব, চেন্ডন, দারিক, ভাদে, ভাড়ক, কঙ্কণ, জ্ঞানন্দি, ধাম, তত্ত্বী ও লাড়ীডোম্বী।

□ লাড়ীডোম্বীপার কোনো পদ আবিষ্কৃত হয়নি।

চর্যার ১-সংখ্যক পদ (কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল) লুইপা'র রচনা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লুইপাকে (৭৩০-৮২০ খ্রিস্টাব্দ) আদি কবি মনে করেন। লুইপা প্রথম বাঙালি কবি। তাঁর কবিতায় 'পউআ' খালের (পদ্মা) উল্লেখ রয়েছে। তবে শহীদুল্লাহ দেখিয়েছেন, প্রাচীনতম চর্যাকার হলেন শবরপা।

□ চর্যাপদের কবিদের মধ্যে লুই, কুকুরী, বিরুআ, ডোম্বী, শবর, ধাম ও জ্ঞানন্দ বাঙালি ছিলেন।

□ চর্যাপদের প্রধান কবি কাহুপাদ— কানুপা, কৃষ্ণপাদ নামে পরিচিত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে কাহুপাদের আবির্ভাব খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে। সম্ভবতঃ তাঁর ১৩টি পদ গৃহীত হয়েছে।

□ ভুসুকুপা কবির ছন্দনাম। তাঁর আসল নাম শান্তিদেব। ভুসুকুপা সৌরাস্ত্রের রাজপুত্র ছিলেন। তাঁর সময় একাদশ শতক। ভুসুকুপা সংখ্যার বিচারে চর্যার দ্বিতীয় প্রধান কবি। তাঁর পদের সংখ্যা ৮। ভুসুকুপার একটি পদের দুটি পঙ্ক্তি হচ্ছে—

“আজি ভুসুক বজালী ভইলী।

নিঅ ঘরিণী চন্ডালে লেলী ॥”

অর্থাৎ আজিকে ভুসুক হলি বজাল/আপন গৃহিনী তোর লইল চন্ডাল। পঙ্ক্তি দুটি দেখে মনে হয় তিনি—বাঙালি ছিলেন। তবে সে সময় বজোর অধিবাসী বোঝাতে বজালী বা বাঙালি শব্দের ব্যবহার শুরু হয়নি। ভুসুকুপা জ্ঞাত হারানো, অধপতিত বা ব্রাত্য হওয়ার ধারণায় বজালী শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ চন্ডাল স্ত্রী গ্রহণ করায় তিনি বজালী হলেন।

□ চর্যাপদের প্রথম (১নং) পদটি রচনা করেছেন লুই পা।

□ চর্যাপদের প্রথম পদের দু পঙ্ক্তি হল—

কাআ তরুবর পাঞ্চবি ডাল।

চঞ্চল চী এ পইঠা কাল ॥

চর্যাপদ নেপালে পাওয়া গিয়েছিল কারণ, তুর্কী (মতান্তরে সেন রাজাদের) আক্রমণকারীদের ভয়ে বৌদ্ধ সাধকগণ তাদের পুঁথি নিয়ে নেপালে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

চর্যাপদে ছয়টি প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়। প্রবাদ বাক্যগুলোর মধ্যে দুটি হল -

১। আপনা মাসে হরিণা বৈরী।

২। দুহিল দুধ নাকি বেটে সামায়।

□ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের রচনাকাল ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে চর্যাপদের রচনাকাল ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ।

□ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রথম বাঙালি কবি মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীন নাথ। তিনি সপ্তম শতকে জীবিত ছিলেন। চর্যাপদে মীননাথের কোনো পদ নেই। ২১ সংখ্যক পদের টীকায় চারটি পঙ্ক্তি আছে।

□ ফরাসি পণ্ডিত সিলভ্যা লেভীর মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকাল নেপালে গিয়েছিলেন।

□ রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে লুইপা রাজা ধর্মপালের সময়ে (অর্থাৎ ৭৬৯ — ৮০৯ খ্রি.) বর্তমান ছিলেন।

প্রিলিমিনারী পরীক্ষার প্রশ্ন :

১. চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা? [৩০তম বিসিএস]

ক) অক্ষরবৃত্ত

✓ গ) মাত্রাবৃত্ত

গ) স্বরবৃত্ত

ঘ) অমিত্রাক্ষর ছন্দ

২. 'The Origin and Development of Bengali Language'

গ্রন্থটি রচনা করেছেন- [৩০তম বিসিএস]

ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

✓ গ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ঘ) স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন

৩. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে? [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]

ক) বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে

খ) আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে

✓ গ) নেপালের রাজগ্রন্থালা থেকে

ঘ) সুদূর চীন দেশ থেকে

৪. চর্যাপদের বয়স আনুমানিক কত বছর? [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]

ক) ৮০০ বছর

✓ খ) ১০০০ বছর

গ) ১১০০ বছর

ঘ) ১২০০ বছর

৫. বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন চর্যাপদের আবিষ্কারক - [১৭তম বিসিএস]

✓ ক) ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

খ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ) ড. সুকুমার সেন

ঘ) রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

৬. কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন? [৩০তম বিসিএস]

ক) গোবিন্দ দাস

খ) কায়কোবাদ

গ) কাহু পা

✓ ঘ) ভুসুকু পা

৭. বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কত সালে? [৩০তম বিসিএস পরীক্ষা]

ক) ২০০৭ সালে

✓ খ) ১৯০৭ সালে

গ) ১৯০৯ সালে

ঘ) ১৯১৬ সালে

৮. 'চর্যাপদ' কত সালে আবিষ্কৃত হয়? [৩০তম বিসিএস পরীক্ষা]

ক) ১৮০০

খ) ১৮৫৭

✓ গ) ১৯০৭

ঘ) ১৯০৯

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন কি? — চর্যাপদ।

২। চর্যাপদের আদি কবি/বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম কবি কে? — শবরপা।

৩। চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ কে রচনা করেন? — কাহুপা।

৪। কতজন কবি চর্যাপদ রচনা করেছেন? — ২৪জন।

৫। চর্যাপদ কতটি পদের সংকলন? — একান্নটি। তবে উদ্ধার করা হয়েছে সাড়ে ছেচল্লিশটি।

৬। চর্যাপদের ভাষায় কোন অঞ্চলের ভাষার নমুনা পরিলক্ষিত হয়?

— পশ্চিম বাংলার প্রাচীন কথ্য ভাষার।

৭। বৌদ্ধদের কোন সম্প্রদায়ের সাধকগণ চর্যাপদ রচনা করেন? /

'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য? — সহজিয়া বৌদ্ধ।

৮। চর্যাপদ কোথায় সংরক্ষিত ছিল? — নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে।

৯। চর্যাপদে কতটি প্রবাদবাক্য পাওয়া যায়? — ছয়টি।

১০। চর্যাপদের ভাষাকে পণ্ডিতগণ কোন ধরনের ভাষা বলেছেন?

— সংখ্যা-ভাষা বা আলো আধারের ভাষা।

১১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবে সম্পাদিত আকারে চর্যাপদ প্রকাশ করেন?

— ১৯১৬ সালে।

১২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ' যে গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন তার নাম হল -

— হাজার বছরের পুরান বাঙাল ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা।

১৩। কোন সাহিত্যিকের সাহিত্যভাষার প্রয়োগ আছে? — চর্যাপদ।

১৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গ্রন্থ কোনটি? — চর্যাপদ।

১৫। কোন রাজবংশের আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয়? — পাল আমলে।

১৬। বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ 'চর্যাপদ'র রচনাকাল—

— সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক।

১৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাকে চর্যার আদি কবি মনে করেন? — লুই পা।

লেকচার নং - ৩

মধ্যযুগের সাহিত্য (১২০১-১৮০০)

অন্ধকার যুগ (১২০১-১৩৫০)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ। প্রথম ১৫০ বছর অন্ধকার যুগ; সাহিত্যের কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন না পাওয়ায় ঐতিহাসিকগণ এ সময়কালকে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন।

রামাই পণ্ডিত রচিত 'শূন্যপুরাণ' গদ্য-পদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য। 'নিরঞ্জন'ের বুঝা' শূন্যপুরাণ কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা। কবিতাটি ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে রচিত।

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সংস্কৃত গদ্যপদ্যে রচিত চম্পুকাব্য 'সেক শুভোদয়া'। সেক শুভোদয়ায় রাজা লক্ষণ সেন ও শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজির অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হলায়ুধ মিশ্র রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি ছিলেন।

মধ্যযুগের কাব্যধারা চারটি ধারায় প্রবাহিত :

- (১) মঙ্গল কাব্য; (২) অনুবাদ সাহিত্য; (৩) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও (৪) বৈষ্ণব পদাবলী।

□ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শাখা-প্রশাখাগুলো হচ্ছে—

- (ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য; (খ) মঙ্গলকাব্য; (গ) অনুবাদ সাহিত্য; (ঘ) বৈষ্ণব পদাবলী; (ঙ) জীবনী সাহিত্য; (চ) নাথ সাহিত্য; (ছ) মর্সিয়া সাহিত্য; (জ) দোভাষী পুঁথি; (ঝ) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও (ঞ) লোক সাহিত্য।

প্রিলিমিনারী পরীক্ষার প্রশ্ন :

১. 'শূন্যপুরাণ' রচনা করেছেন- (৩২তম বিসিএস)

- ✓ (ক) রামাই পণ্ডিত (খ) শ্রীকর নন্দী
(গ) বিজয় গুপ্ত (ঘ) লোচন দাস

২. বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে - (৩৪তম বিসিএস)

- (ক) ১১৯৯ - ১২৫০ পর্যন্ত (খ) ১২০১ - ১৩৫০ পর্যন্ত
(গ) ১২৫০ - ১৩৫০ পর্যন্ত (ঘ) ১২৫০ - ১৪৫০ পর্যন্ত

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- অন্ধকার যুগের সৃষ্টি হয়েছে কেন?
— তুর্কি আক্রমণের কারণে।
- অন্ধকার যুগের সময়সীমা কত?
— ১২০১ সাল থেকে ১৩৫০ সাল = ১৫০ বছর।
- অন্ধকার যুগে রচিত সাহিত্য ও সাহিত্যিকের নাম লিখুন?
— শূন্য পুরাণ- রামাইপণ্ডিত; সেক শুভদয়া-হলায়ুধ মিশ্র।
- 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' ও নিরঞ্জনর রত্না' কবিতা দুই কোন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত?
— শূন্য পুরাণ কাব্যের।
- অন্ধকারযুগে রচিত অনুবাদমূলক গ্রন্থ কোনটি?
— শূন্য পুরাণ।
- রাজা লক্ষ্মণ সেনের দুইজন সভাকবির নাম লিখুন?
— হলায়ুধ মিশ্র ও জয়দেব।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোন সময়কে মধ্যযুগ ধরা হয়?
— ১২০১ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত।
- কোন ঘটনার কারণে অন্ধকার যুগ শুরু হয়েছে বলে ধরা হয়?
— বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয় (মতান্তরে সেন-রাজাদের ক্ষমতা দখল ও বৌদ্ধদের নিগ্রহ)।
- বাংলা সাহিত্যে 'অন্ধকার যুগ' কোন আমল?
— সেন আমল।
- মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান কয়েকটি ধারার নাম লিখুন?
— বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, নাথ সাহিত্য, পুঁথি সাহিত্য ইত্যাদি।
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমগ্র সৃষ্টিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
— ২ ভাগে। মৌলিক ও অনুবাদমূলক।
- মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় কত শ্রেণীর অনুবাদ হয়েছিল?
— ৩ শ্রেণীর। সংস্কৃত, হিন্দি ও আরবি-ফারসি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' মধ্যযুগের প্রথম কাব্য। এ কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। ভাগবত পুরাণের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কাহিনী অবলম্বনে লোকসমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনী গড়ে উঠেছে।

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদ্বজ ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১৩১৬) পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের মল্লরাজ গুরু বৈষ্ণব মহন্ত শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশজাত শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'।

বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি ছিল 'বিদ্যদ্বজ'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি প্রদান করেন সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কবি বড়ু চণ্ডীদাস। রচনাকালের দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় গ্রন্থ হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

কাব্য। এর রচনাকাল চতুর্দশ শতক। এটি নাট-গীত (গীতি-নাট্য) ভঙ্গিতে তের খণ্ডে রচিত। সমস্ত কাব্যে মোট তিনটি চরিত্র আছে—রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ী। কাব্যটির বিষয়সূত্র হল রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা। মর্তবাসী রাধা ও কৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী ও বিষ্ণু। কৃষ্ণ ও রাধার আকর্ষণীয় প্রণয়কাহিনী সম্মিলিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে নরনারীর প্রণয় সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রও এতে ফুটে ওঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন দেহবাদী রগরণে প্রেমের কাহিনী। এ কাব্যে প্রথমে যে রাধাকে দেখানো হয় তিনি প্রেমের তাৎপর্য বুঝেন না। বড়ায়ীর সহায়তায় নানা ছল করে কৃষ্ণ কিভাবে রাধার সাথে দৈহিক মিলনের স্বাদ নিলেন এ কাব্যে তা বিশদ বর্ণিত হয়েছে। মিলনের পর কৃষ্ণ রাধার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে এবং কাজের ছুতায় অন্যত্র গমন করে। রাধার চরম বিরহের মধ্য দিয়ে এ কাব্যের পরিসমাপ্তি। রাধার তীব্র বিরহ এ কাব্যে দরদের সাথে অঙ্কিত হয়েছে।

মধ্যযুগে পুঁথিগুলো নকল হওয়ার সময় ভাষার পরিবর্তন ঘটলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পুরানো বাংলার লক্ষণ রয়ে গেছে। ধারণা করা হয়, এ কাব্য জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিল এবং লোকমুখে জনপ্রিয় ছিল না। বড়ু চণ্ডীদাস এ কাব্য রচনা করেছিলেন চৈতন্যদেবের আগে। চৈতন্যদেব বৈষ্ণব দর্শনের নতুন ব্যাখ্যা দেয়ার পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দেহবাদী কাহিনী আর জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারে নি। ফলে এ কাব্য বন্দী হয় পুঁথির পাতায়।

□ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতে চণ্ডীদাস তিন জন— (১) বড়ু চণ্ডীদাস; (২) দ্বিজ চণ্ডীদাস ও (৩) দীন চণ্ডীদাস।

বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের, দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্য যুগের এবং দীন চণ্ডীদাস চৈতন্য পরবর্তী যুগের কবি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলী দেবী ভক্ত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি লাইন—

'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ী কালিনী নইকুলে'

প্রিলিমিনারী টেস্টের প্রশ্ন

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়ায়ী কি ধরনের চরিত্র? (২৮তম বিসিএস পরীক্ষা)

- (ক) শ্রী রাধাঅর ননদিনী (খ) রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী
(গ) শ্রী রাধার শাশুড়ি (ঘ) জনৈক গোপবালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম নিদর্শন কী?
— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কোন সময়ের রচনা ও রচয়িতা কে?
— চতুর্দশ শতকের, রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি কে, কবে, কোথা থেকে আবিষ্কার করেন?
— শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদ্বজ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় বনবিষ্ণুপুরের কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে আবিষ্কার করেন।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কত সালে আবিষ্কৃত হয়?
— ১৯০৯ সালে।
- বড়ু চণ্ডীদাসের প্রকৃত নাম কি? — অনন্ত।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মূল কাহিনী কি? — রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম।
- ক্রমের দিক হতে বাংলা ভাষার দ্বিতীয় গ্রন্থ — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি কোন পৌরাণিক গ্রন্থের আলোকে রচিত?
— ভাগবতের আলোকে।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি আবিষ্কারের পূর্বে কার অধিকার ছিল?
— দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিকারে।
- বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?
— বিদ্যদ্বজ। ভূবনমোহনের অধ্যক্ষ তাঁকে এ উপাধি দেন।
- বসন্তরঞ্জন রায় ব্যক্তিগত জীবনে কী করতেন?
— কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি কে, কবে কোথা থেকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন?
— ১৯১৬ খ্রী: বসন্তরঞ্জন রায় কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্য নাম কী? — শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি কত খণ্ডে বিভক্ত? — ১৩ খণ্ডে।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তিনটি চরিত্রের নাম লিখুন? — রাধা-কৃষ্ণ-বড়ায়ী।

১৬. মর্ত্যবাসী রাধা-কৃষ্ণের আসল পরিচয় কী? — কৃষ্ণ স্বর্গের বিষ্ণু ও রাধা স্বর্গের লক্ষ্মী।
১৭. বড়ায়ী কোন ধরনের চরিত্র? — রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দ্যুতি।
১৮. রাধা ও কৃষ্ণ কিসের প্রতীক? — জীবাত্মা ও পরমাত্মার।
১৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কোন ছন্দে রচিত? — মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

বৈষ্ণব পদাবলী

বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটি মধ্যযুগের সাহিত্যের সবচেঁহাতে রসোত্তীর্ণ ও সার্থক সাহিত্যকর্ম।

শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রচার করেন বৈষ্ণব ধর্ম এবং এর পর থেকে বাংলা কবিতায় বৈষ্ণব দর্শন স্থান পেতে থাকে। এর বিষয়বস্তু হল রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা। এতে মূলত স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এতে কৃষ্ণ পরমাত্মার প্রতীক আর রাধা জীবাত্মার প্রতীক।

চৈতন্যদেব ধর্মপ্রচার করেছিলেন বাংলা ভাষায়। তাঁর ধর্মে শাস্ত্রের কথাও ছিল সামান্য। বরং জীবের দয়া এবং নামে রুচি অর্থাৎ নাম জপের কথাই তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন।

গীতগোবিন্দ রচয়িতা বার শতকের কবি জয়দেব প্রথম পদাবলি শব্দটি ব্যবহার করেন। মধ্যযুগের গীতিকবিতার বা গীতিময় রচনার বিশিষ্ট রূপকে পদাবলি বলা হতো। জয়দেব বৈষ্ণব নন এবং তিনি চৈতন্যের তিনশত বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। নীলাচলে অসুস্থাবস্থায় চৈতন্যদেব তিনজন কবির পদ আম্বাদন করে আনন্দ পেতেন — জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি ৪ জন—

১। বিদ্যাপতি (১৩৮০ — ১৪৬০ খ্রি:) :

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভা-কবি। তাঁর উপাধি ছিল কবি কণ্ঠহার, অভিনব জয়দেব ও মিথিলার কোকিল। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। ব্রজবুলি হল হিন্দি, বাংলা ও প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণ। প্রায় হাজার খানেক পদ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত, তবে জর্জ গ্রিয়ার্সন বিদ্যাপতির মৈথিলী পদ সংগ্রহের জন্য গিয়ে মাত্র ৭৬টি পদে পেয়েছিলেন। বাংলাদেশে ব্রজবুলিতে সর্বশেষ পদ রচনার নিদর্শন হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। তবে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের এ রচনা ঠিক বৈষ্ণবীয় ব্রজবুলি হয়েছে বলে মনে হয় না।

বিদ্যাপতির বিখ্যাত বিরহ বিষয়ক পদ—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর ॥

২। চণ্ডীদাস :

চণ্ডীদাসের সময়কাল চৌদ্দ শতকের শেষার্ধ থেকে পনের শতকের প্রথমার্ধ। তিনি পূর্ব বাংলার কবি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে খ্যাত। তিনি ষাঁটি বাংলা ভাষায় পদ রচনা করেন। তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম কবি। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসকে বলেছেন দুঃখের কবি। কারণ তাঁর কবিতায় রয়েছে অতলান্ত বেদনার সুর।

চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পঙ্ক্তি

১। শুনহ মানুষ ভাই

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

২। সই কেমনে ধরিব হিয়া

আমার বধূয়া আন বাড়ী যায়

আমার আঙিনা দিয়া।

৩। গোবিন্দ দাস :

বিদ্যাপতির অনুসারী ছিলেন গোবিন্দ দাস। গোবিন্দ দাস ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। গোবিন্দ দাস ষোল শতকের কবি।

তাঁর বিখ্যাত রাধা রূপ বিষয়ক পদ হল—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি

তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥

৪। জ্ঞানদাস :

চণ্ডীদাসের অনুসারী ছিলেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাস ষোল শতকের কবি।

চৈতন্যপরবর্তী পদাবলি সাহিত্যের বিস্তৃতি ও গভীরতা সৃষ্টিতে তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়া এলাকার কাঁদড়া গ্রামে। কাঁদড়াতে জ্ঞানদাসের মঠও আছে এবং তাঁর তিরোধান উপলক্ষ্যে সেখানে মেলা-উৎসব হয়।

তাঁর বিখ্যাত কৃষ্ণানুরাগ বিষয়ক পদ হল—

রূপ লাগি আঁখি বুঝে গুণে মন ভোর।

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥

প্রিলিমিনারী টেস্টের প্রশ্ন

১. বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কে? [২২তম বিসিএস পরীক্ষা]
(ক) বড় চণ্ডীদাস (খ) মানিক দত্ত
(গ) গৌজলা গুই (ঘ) বিদ্যাপতি
২. বিদ্যাপতি কোথাকার রাজসভাকবি ছিলেন? [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
(ক) বাংলা (খ) ভারত
(গ) কনৌজ (ঘ) মিথিলা
৩. 'ব্রজবুলি বলতে কি বুঝায়? [২১তম বিসিএস]
(ক) ব্রজধামে কথিত ভাষা (খ) বাংলা ও হিন্দির যোগফল
(গ) একরকম কৃত্রিম কবিভাষা (ঘ) মৈথিলী ভাষার একটি উপভাষা
৪. 'রূপ লাগি আঁখি বুঝে শুন মন ভোর' কার রচনা? [২৬তম বিসিএস]
(ক) চণ্ডীদাস (খ) জ্ঞানদাস
(গ) বিদ্যাপতি (ঘ) লোচনদাস
৫. 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' — কে বলেছেন? [২১তম বিসিএস]
(ক) চণ্ডীদাস (খ) বিদ্যাপতি
(গ) রামকৃষ্ণ পরমহংস (ঘ) বিবেকানন্দ
৬. মধ্যযুগের কবি নন কে? [৩৪তম বিসিএস]
(ক) জয়নন্দী (খ) বড় চণ্ডীদাস
(গ) গোবিন্দ দাস (ঘ) জ্ঞান দাস

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সই, কেমনে ধরিব হিয়া
আমারি বধূয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া
— কার রচনা? — দ্বিজ চণ্ডীদাস।
২. বৈষ্ণব পদাবলীতে মূলত কিসের সম্পর্ক দেখানো হয়?
— স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক।
৩. বৈষ্ণব পদাবলীর অবতালি কবি কে? — বিদ্যাপতি।
৪. পদ বা পদাবলী বলতে কি বুঝায়?
— বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি।
৫. বাংলা এবং মৈথিলী ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার নাম কি?
— ব্রজবুলি।
৬. গীতগোবিন্দ কোন ভাষায় রচিত? — ব্রজবুলি।
৭. "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"
— কে লিখেছেন? — বিদ্যাপতি।
৮. বৈষ্ণব পদাবলীর কোন কবি অলংকার শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন?
— গোবিন্দ দাস।
৯. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারকের প্রভাব অপরিসীম?
— শ্রী চৈতন্যদেব।
১০. ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন কে? — বিদ্যাপতি।
১১. ব্রজবুলি কোন স্থানের ভাষা? — মিথিলা/মথুরার ভাষা।
১২. পদাবলী সাহিত্যের প্রথম কবি কে? — চণ্ডীদাস।
১৩. "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" চরণটির রচয়িতা কে?
— চণ্ডীদাস।
১৪. পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে কাকে অভিহিত করা হয়?
— বিদ্যাপতি।
১৫. মৈথিলী কোকিল কার উপাধি? তিনি কোন ভাষায় পদ রচনা করেছেন?
— বিদ্যাপতির। ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন।
১৬. "কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চিরহি ঝাপি

গাগরি বারি চারি করি পিছল
চলতাহি অঙ্গুলি চাপি-পদটির রচয়িতা কে?

— গোবিন্দ দাস।

১৭. অভিনব জয়দেব নামে খ্যাত কে? — বিদ্যাপতি।

১৮. বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান অবলম্বন কী? — রাধা-কৃষ্ণের প্রেম।

১৯. জয়দেবের রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী? — গীত গোবিন্দ।

২০. ব্রজবুলি ভাষার দুইজন কবির নাম লিখুন?

— বিদ্যাপতি, জয়দেব, গোবিন্দদাস।

২১. কীর্তিলতা, পুরুষ পরীক্ষা, বিভাগসার প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
— বিদ্যাপতি।

২২. “সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধি অনুলে পুড়িয়া গেল
অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল”- পদটির রচয়িতা কে?
— জ্ঞানদাস।

মঙ্গল কাব্য

মঙ্গল কাব্য— ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য নামে খ্যাত। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এসব মঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে। অনেকের মতে এক মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী মঙ্গলবার পর্যন্ত পালাকারে গীত হতো বলে এর নাম মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের প্রধান দুই দেবী হচ্ছেন মনসা ও চণ্ডী।

মঙ্গলকাব্যগুলো গীত হতো পূজানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে। প্রতিটি কাব্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পালায় বিভক্ত – মনসামঙ্গল ৩০ পালায়, চণ্ডীমঙ্গল ১৬ পালায় এবং ধর্মমঙ্গল ২৪ পালায়।

মঙ্গলকাব্য দু শ্রেণীতে বিভক্ত— (১) পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য; (২) লৌকিক মঙ্গলকাব্য। লৌকিক মঙ্গলকাব্যে বণিক ও নিম্নবর্ণের মানুষের প্রাধান্য দেখা যায়।

মঙ্গলকাব্যের প্রথম যুগের ভাষা স্থূল ও গ্রাম্যতাপূর্ণ, মধ্যযুগের ভাষা সহজ ও সাবলীল এবং শেষ যুগের ভাষা অলঙ্কারসমৃদ্ধ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. মঙ্গলকাব্য কাকে বলে?

— যে কাব্য শ্রবণ করলে মঙ্গল হয়, কল্যাণ হয়, অকল্যাণ দূর হয়, তাকে বলে মঙ্গলকাব্য।

২. মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য কি? — দেবদেবীর গুণকীর্তন।

৩. মঙ্গলকাব্য কত শ্রেণীর? — ২ শ্রেণীর। লৌকিক ও পৌরাণিক।

৪. একটি সার্থক মঙ্গলকাব্যে কয়টি অংশ থাকে?

— ৫টি। বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখণ্ড, মর্ত্যখণ্ড ও শ্রুতিফল।

৫. দুইটি লৌকিক মঙ্গল কাব্যের নাম লিখুন?

— মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল।

৬. একটি উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের নাম লিখুন? — অনুদামঙ্গল।

মনসামঙ্গল

সর্বসংকুল ভারতবর্ষে নানা মূর্তিতে সাপের পূজা হয় – উত্তর ভারতে সরীসৃপ মূর্তির, দক্ষিণ ভারতে জীবিত সর্পের পূজা হয়। পূর্বভারতে তথা বঙ্গদেশে মনসার ঘটের পূজা করা হয়। উত্তর ভারতে সাপের দেবতা বাসুকী – পুরুষ; বঙ্গদেশে মনসা নারী।

মনসামঙ্গল কাব্য মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন মঙ্গলকাব্য। মনসামঙ্গলে কাব্যের নাম চরিত্র লৌকিক দেবী-সর্পদেবী মনসা। মনসা দেবীর অন্য নাম — কেতকা ও পদ্মাবতী। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্র— দেবী মনসা, চাঁদ সওদাগর, সনকা, বেহুলা ও লখিম্দের।

মনসামঙ্গল কাব্যের কবি

□ মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কানা হরিদত্ত। তাঁর পুত্র পাওয়া যায় নি। বিজয়গুপ্ত হরিদত্তকে মূর্খ ও ছন্দোজ্ঞানহীন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে মনসা কাহিনীর যে কাঠামো তিনি তা কয়েক শত বছর ধরে অনুসৃত হয়েছে, এটি তার মৌলিকতার পরিচয়।

□ সুস্পষ্ট সন তারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা কবি বিজয়গুপ্ত। তাঁর কাব্যের নাম ‘পদ্মপুরাণ’। কবি বিজয়গুপ্ত বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গৈলা গ্রামের প্রাচীন নাম ফুলগ্রী। কবি বিজয়গুপ্ত সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর কাব্যের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল।

মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণদেব। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার বোরগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগের কবি। তাঁর কাব্যের নাম ‘পদ্মপুরাণ’। পদ্মপুরাণের একটি চরণ –

সিবলিঙ্গ আমি পূজি জেই হাতে

সেই হাতে তোমারে পূজিতে না লয় চিন্তে।

□ কবি বিপ্রদাস পিপলাই ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে ‘মনসাবিজয়’ কাব্য রচনা করেন। চব্বিশ পরগণা জেলার নাদডা বটগ্রাম (পাঠান্তরে বাদুডা) ছিল বিপ্রদাসের নিবাস। তাঁর পিতা মুকুন্দ পণ্ডিত।

□ দ্বিজ বংশীদাস রচিত মঙ্গলকাব্যের নাম ‘পদ্মপুরাণ’। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজ বংশীদাস কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। চন্দ্রাবতী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। কবি দ্বিজ বংশীদাস সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবেও খ্যাত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং বাড়িতে টোল চালাতেন।

□ আরেক জনপ্রিয় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের কবি। জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ—এর মূল নাম ক্ষেমানন্দ এবং কেতকাদাস তাঁর উপাধি। কেতকা দেবী মনসার অপর নাম। কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ দেবীকর্তৃক আর্দ্রিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কবি ক্ষেমানন্দের কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল ও রামায়ণ কাহিনীর প্রভাব রয়েছে।

□ দেবনাগরী অক্ষরে ও আঞ্চলিক শব্দে লিখিত আরও একটি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে যার রচয়িতা ক্ষেমানন্দ নামে আরেক স্বতন্ত্র কবি।

□ বাইশা : বাইশা কবির পদসংকলন বা ‘বাইশ কবির মনসামঙ্গল’ বা বাইশ কবির মনসা বা বাইশা নামে খ্যাত।

□ মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী চরিত্র চাঁদ সওদাগর। চাঁদ সওদাগরের স্ত্রীর নাম সনকা। চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙা মনসা ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং ছয় পুত্রকে মেরে ফেলেছিল।

□ বেহুলা স্বর্গের দেবতাদের নাচে—গানে সন্তুষ্ট করলে মৃত স্বামী লখিম্দের জীবন ফিরে পায়। চাঁদ সওদাগর অন্যদিকে ফিরিয়ে বাম হাতে মনসার মূর্তিতে ফুল ছুড়ে দিলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচলিত হয়।

প্রিলিমিনারী পরীক্ষার প্রশ্ন :

১. চাঁদ সওদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র? [২৩তম বিসিএস পরীক্ষা]

ক) চণ্ডীমঙ্গল

✓ খ) মনসামঙ্গল

গ) ধর্মমঙ্গল

ঘ) অনুদামঙ্গল

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্য রচিত? — মনসা দেবী।

২. মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে? — কানা হরিদত্ত।

৩. বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যধারায় সবচেয়ে প্রাচীনতম ধারা কোনটি?

— মনসামঙ্গল কাব্য।

৪. মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি কে? — বিজয় গুপ্ত।

৫. চাঁদ সওদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র? — মনসামঙ্গল কাব্য।

৬. মনসামঙ্গল কাব্যের দুইটি চরিত্রের নাম লিখুন? — চাঁদ সওদাগর, বেহুলা।

৭. কোন কাহিনীর জন্য মনসামঙ্গল সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে?

— চাঁদ সওদাগরের বিদ্রোহ ও বেহুলার সতীত্ব।

৮. মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর কাব্যের নাম কী?

— বিজয়গুপ্ত, পদ্মপুরাণ।

৯. মনসামঙ্গলের কোন কবি সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল?
— দ্বিজ বংশীদাস।

১০. কেতকাদাস কার উপাধি? — ক্ষেমানন্দের।

১১. মনসাদেবীকে কী কী নামে অভিহিত করা হয়েছে? — পদ্মা ও কেতকা।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীদেবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য দু'খণ্ডে বিভক্ত— (ক) আক্ষেপিক খণ্ড; (খ) বণিক খণ্ড। আক্ষেপিক খণ্ডে বর্ণিত অংশের নাম কালকেতু উপাখ্যান। দ্বিতীয়খণ্ড বণিকখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ধনপতি সঙ্গদাগরের কাহিনী।

কালকেতু উপাখ্যানে দেবী চণ্ডী স্বর্নগোধিকার ছদ্মবেশ ধারণ করেন। কালকেতু স্বর্নগোধিকাকে শিকার করে ঘরে নিয়ে গেলে কালকেতুর ঘরে গিয়ে দেবী নিজ রূপ ধারণ করেন। কালকেতুকে সাত ঘড়া ধন দিয়ে পূজা প্রচারের নির্দেশ দেন। দেবীর নির্দেশে কালকেতু গুজরাটে বন কেটে নগর পত্তন করে। কালকেতু মর্ত্যে আসার পূর্বে স্বর্গরাজ্যের দেবতা ইন্দ্রের পুত্র ছিল এবং তাঁর নাম ছিল নীলাম্বর। ফুল্লরা ছিল নীলাম্বরের পত্নী, স্বর্গরাজ্যে নাম ছিল ছায়া। অভিশপ্ত হয়ে নীলাম্বর ও ছায়া মর্ত্যে ব্যাধের ঘরে জন্ম নেয়। ধনপতি সঙ্গদাগরের কাহিনীর প্রধান চরিত্র ধনপতি সঙ্গদাগর, লহনা, খুলনা, দেবীচণ্ডী, সিংহল রাজ, শ্রীমন্ত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি

- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মানিক দত্ত। মানিক দত্ত গৌড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন। তিনি কানা ও খোঁড়া ছিলেন। দেবী চণ্ডীর দয়ায় তিনি সুস্থ হন এবং স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেন।
- দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি। তাঁর কাব্যের নাম সারদামঙ্গল। সারদামঙ্গল কাব্য ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত। তাঁর কাব্যে চণ্ডীর নাম 'মঙ্গলচণ্ডী'। 'মঙ্গল' নামে অসুর বধ করে দেবী এই নামে পরিচিত হয়েছেন। তিনি কৃষ্ণমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল নামে আরো দুটি কাব্য রচনা করেন।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি হল কবিকঙ্কন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকে বর্ধমান জেলার রত্না নদীর কূলে দামুন্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারের কারণে তিনি দামুন্ডা ত্যাগ করে ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাকুড়া রায়ের অড়রা গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁর ছেলে রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হন। বাকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ জমিদার হলে রঘুনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মুকুন্দরাম 'শ্রীশ্রী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। জমিদার রঘুনাথ রায় কবি প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ কবি মুকুন্দরামকে 'কবিকঙ্কন' উপাধি দেন। তবে সুকুমার সেন একে অস্বগ্রহীত বলে মনে করেন। মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের নাম 'চণ্ডীমঙ্গল'; এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে 'অভয়মঙ্গল', 'অশ্বিকামঙ্গল', 'গৌরীমঙ্গল', 'চন্ডিকামঙ্গল' নামও পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গল তিনখণ্ডে বিভক্ত— (১) দেবখণ্ড— সতী ও পার্বতীর কাহিনী; (২) আক্ষেপিক খণ্ড— কালকেতুর কাহিনী ও (৩) বণিক খণ্ড— ধনপতি সঙ্গদাগরের কাহিনী।
- চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি দ্বিজ রামদেব। তাঁর কাব্যের নাম 'অভয়মঙ্গল' কাব্য।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আরও একজন কবি মুক্তারাম সেন। মুক্তারাম সেন চট্টগ্রাম জেলার দেবগ্রামে (বর্তমান আনোয়ারায়) জন্মগ্রহণ করেন।
- দেবরাম সেন রচিত কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল'।
- সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে কবি হরিরাম 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন।
- কবি লাল জয়নারায়ণ সেন চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি। তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের জপসা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবি লাল জয়নারায়ণ সেন—এর কাব্যের নাম "হরিলীলা"।
- কবি ভবানীশঙ্কর দাস ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চলিকা রচনা করেন। তাঁর কাব্য জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত নামেও পরিচিত।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শেষ কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী। অকিঞ্চন চক্রবর্তী মেদিনীপুরের ঘটাল মহকুমার বেজারাম গ্রামে বসবাস করতেন। অকিঞ্চন চক্রবর্তীর উপাধি ছিল কবীন্দ্র।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ মঙ্গল কাব্য কোনটি? — চণ্ডীমঙ্গল।

২. মঙ্গলকাব্যে কোন কোন দেবীর প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা বেশি?

— মনসা ও চণ্ডীদেবীর।

৩. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত?

— ২ খণ্ডে— কালকেতু উপাখ্যান ও ধনপতি উপাখ্যান।

৪. প্রকৃত চণ্ডীমঙ্গল বলতে আমরা কোন খণ্ডকে বুঝি?

— কালকেতু উপাখ্যানকে।

৫. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন?

— কালকেতু, ফুল্লরা, ভাড়া দত্ত, মুরারীশীল, পুষ্পকেতু।

৬. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে? — মানিক দত্ত।

৭. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?

— মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তিনি ১৬ শতকের কবি।

৮. মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি কী? কে তাঁকে এই উপাধি প্রদান করেন এবং কেন?

— কবি কঙ্কন। মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার রঘুনাথ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার জন্য তাঁকে এ উপাধি দেন।

৯. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কতজন কবির পরিচয় পাওয়া যায়? — ১৯ জন।

১০. ভাড়া দত্ত কোন কাব্যের চরিত্র? — চণ্ডীমঙ্গল।

১১. মঙ্গলকাব্য ধারায় কোন কবিকে দুঃখবাদী কবি বলে অভিহিত করা হয়?

— মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে।

অনুদামঙ্গল কাব্য

দেবী অনুদার গুণকীর্তন নিয়ে রচিত কাব্য অনুদামঙ্গল কাব্য। এটি রচনা করেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তাঁকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনুদামঙ্গল কাব্য তিনখণ্ডে বিভক্ত— (১) প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অনুদামঙ্গল। (২) দ্বিতীয় খণ্ড—বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল; (৩) তৃতীয় খণ্ড— ভবানন্দ মানসিংহ অনুদামঙ্গল।

প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অনুদামঙ্গল উপাখ্যানে সতীর দেহত্যাগ ও উমারূপে জন্মগ্রহণ, শিবের সাথে বিয়ে, ঘরকন্না ও অনুপূর্ণা মূর্তিধারণ, পূজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রধান চরিত্র দেবতা শিব, উমা, হরিহোড়, ভবানন্দ, ঈশ্বরী পাটনি।

দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর, কালিকামঙ্গল উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র সুন্দর, বিদ্যা, দেবী কালি, রাজা বীরসিংহ, হীরা মালিনী। ভাষা, ছন্দ, কাহিনী, উপমার বিচারে তাঁর রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

তৃতীয় খণ্ড ভবানন্দ—মানসিংহ উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র—মানসিংহ, ভবানন্দ, দেবী অনুদা, সম্রাট জাহাঙ্গীর।

অনুদামঙ্গল কাব্যের দুটি বিশেষ চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী ও হীরা মালিনী।

অনুদামঙ্গলের কবি

- অনুদামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতকেরও শ্রেষ্ঠ কবি। ভারতচন্দ্র রায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে খ্যাত। মঙ্গল কাব্যধারার সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি।
- রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বর্ধমান বিভাগের ভূরসুট পরগণার আধুনিক হাওড়া জেলার পৈড়ো (পাণ্ডুয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের সম্ভাব্য জন্ম ১৭০৫ সাল বলে ধরা হয়। রাজা কৃষ্ণরায়ের বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম।
- ভারতচন্দ্রের কবিজীবনের সূত্রপাত হয় দেবনানন্দপুর গ্রামে অবস্থানকালে 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' রচনার মধ্য দিয়ে। চল্লিশ বছর বয়সে ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি নিযুক্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতায় মুগ্ধ হয়ে কবিকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'অনুদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র এ কাব্যে এত মুগ্ধ হন যে, এটি তার দরবারে গাওয়া হতো এবং এ কাব্য রচনার পর তিনি বর্তমান আকারে কালীপূজা প্রবর্তন করেন।
- ভারতচন্দ্রের প্রধান দুটি কাব্যগ্রন্থ হল 'অনুদামঙ্গল' ও 'সত্য পীরের পাঁচালী'। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'অনুদামঙ্গল কাব্য' রচনা

করেন। কবি ভারতচন্দ্র রচিত অনুদামঙ্গল কাব্যের মোট পর্ব সংখ্যা ৮। তাঁর রচিত দুটি বিখ্যাত উক্তি হল- মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন এবং আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত পঙ্ক্তি : প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।

যে হোক সে হোক ভাষা কাব্যরস লয়ে।

- ভারতচন্দ্র রায় মৈথিল কবি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী' কাব্যের অনুবাদও করেছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের অসমাপ্ত রচনা 'চণ্ডীনাটক'।

প্রিলিমিনারী টেস্টের প্রশ্ন

১. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন্ রাজসভার কবি? (২৬তম বিসিএস পরীক্ষা)
 (ক) আরাকান রাজসভা (খ) কৃষ্ণনগর রাজসভা
 (গ) রাজা গণেশের রাজসভা (ঘ) লক্ষ্মণসেনের রাজসভা
২. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' - লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া যায় - (১৭তম বিসিএস পরীক্ষা)
 (ক) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (খ) ভারতচন্দ্র রায়
 (গ) মদন মোহন তর্কালংকার (ঘ) কামিনী রায়
৩. বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের এবং মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি কে? (২৮তম বিসিএস পরীক্ষা)
 (ক) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (খ) ভারতচন্দ্র রায়
 (গ) রাম রাম বসু (ঘ) শাহ মুহম্মদ সগীর
৪. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- এই প্রার্থনাটি করেছে - (২৩তম বিসিএস পরীক্ষা)
 (ক) ভাঁড়ু দত্ত (খ) চাঁদ সওদাগর
 (গ) ঈশ্বরী পাটনী (ঘ) কুবের

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অনুদামঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি কে? - ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
২. মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি কে? তিনি কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
 - ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। তিনি ১৭৬০ খ্রী: মৃত্যুবরণ করেন।
৩. "বড়ুর পিরীতি বালির বাঁধ।
 ক্ষণে হাতে দাড়ি, ক্ষণে চাঁদ" - চরণ দুটি কার রচনা?
 - ভারতচন্দ্র রায়।
৪. "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে" - বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যে বাঙালীর প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে?
 - অনুদামঙ্গল।
৫. অনুদামঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত? প্রকৃত অনুদামঙ্গল কোন খণ্ডটি?
 - ৩ খণ্ড। প্রকৃত অনুদামঙ্গল হল- মানসিংহ-ভবানন্দ অনুদামঙ্গল।
৬. অনুদামঙ্গল কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন?
 - মানসিংহ-ভবানন্দ-প্রতাপাদিত্য, ঈশ্বরীপাটনী।
৭. ভারতচন্দ্র রায়ের উপাধি কী? কে, কেন তাঁকে এই উপাধি প্রদান করেন?
 - গুণাকর। নবদ্বীপের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অনুদামঙ্গল কাব্য রচনার জন্য তাঁকে এ উপাধি দেন।
৮. মঙ্গলকাব্য ধারার সর্বশেষ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?
 - ভারতচন্দ্ররায় গুণাকর। তিনি অষ্টাদশ শতকের কবি।
৯. "সত্য পীরের পাঁচালী" গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
 - ভারতচন্দ্র রায়।
১০. নগাষ্টক ও গঙ্গাষ্টক কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতার নাম কী?
 - সংস্কৃত ভাষায় লেখা দুটি ক্ষুদ্র কবিতা, রচয়িতা ভারত চন্দ্র রায়গুণাকর।
১১. "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" ও "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়াই"-সুভাষিত বাক্য দুটির স্রষ্টা কে?
 - ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

কালিকামঙ্গল কাব্য

অপূর্ব রূপ গুণাবিত রাজকুমার সুন্দর এবং বীরসিংহের অতুলনীয় সুন্দরী ও বিদূষী কন্যা বিদ্যার গুণ প্রণয়কাহিনী কালিকামঙ্গল কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়। মূল কাহিনী কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি বিহ্নন কর্তৃক তাঁর

'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্যে সংস্কৃতে বিধৃত হয়েছিল। বিহ্নন একাদশ শতকের কবি। প্রথমে চৌরপঞ্চাশিকার কাহিনী বাংলায় এসে প্রণয়কাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে কালিকামঙ্গলে স্থান পেয়েছে।

কালিকামঙ্গলের কবিগণ :

- কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের আদি কবি হলেন কবি কঙ্ক। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার রাজেশ্বরী নদীর তীরে বিপ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের করুণ ও বিচিত্র কাহিনী অবলম্বনে রচিত লোকগাথা 'কঙ্ক ও লীলা' নামে ময়মনসিংহ গীতিকায় স্থান পেয়েছে।
- বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে শ্রীধর নামে একজন হিন্দু লেখকের রচনা প্রথম লেখা বলে অনুমিত। তিনি চট্টগ্রামে কবি। তিনি ষোল শতকের শুরুতে নুশরাত শাহের পুত্র ফিরোজ শাহের নির্দেশে এ কাব্য রচনা করেন।
- অনুদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায় শ্রেষ্ঠমানের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতা। তাঁর কালিকামঙ্গলে তিনি অশ্লীলরূপে নারীমিলনের বর্ণনা দিয়েছেন এবং নারীদের সম্পর্কে অনেক স্থূল রসিকতা করেছেন। সুন্দর নামে এক বিদেশী বিদ্যাশিক্ষার্থীর সাথে বিদ্যা নামে এক বাঙালি কন্যার প্রণয় ও মিলনের কাহিনী এ কাব্যের উপজীব্য।
- সাবিরিদ খান (শাহ বারিদ খান) ছিলেন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা। তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি ছিলেন। তিনি 'রসূল বিজয়' কাব্যও রচনা করেন। হযরত মুহম্মদ (স) এর রাজ্য জয়, তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা হচ্ছে 'রসূল বিজয়' গ্রন্থের বক্তব্য।
- কবি গোবিন্দদাস ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।
- রামপ্রসাদ সেন কালিকামঙ্গলের বিশিষ্ট কবি। কবি রামপ্রসাদ ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে চক্ৰিশ পরগনা জেলার হালি শহরের নিকটবর্তী কুমারহাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন। কবি রামপ্রসাদের কাব্যের নাম 'কবিরঞ্জন'। রামপ্রসাদ শ্যামসঙ্গীত রচনায়ও অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বিদ্যা, সুন্দর, হীরামালিনী চরিত্রগুলো কোন কাব্যে পাওয়া যায়?
 - কালিকামঙ্গল কাব্যের।
২. কালিকামঙ্গল কাব্যের অন্য নাম কী? - বিদ্যা সুন্দর কাব্য।
৩. কালিকামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে? - কবি কঙ্ক।
৪. কালিকামঙ্গল কাব্য ধারার মুসলিম কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?
 - সাবিরিদ খান। ষোড়শ শতকের।
৫. কবিরঞ্জন কার উপাধি? তাঁর কাব্যের নাম কী? কে তাঁকে এই উপাধি প্রদান করেন?
 - রাম প্রসাদ সেনের। তাঁর কাব্যের নাম 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য। নবদ্বীপের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দান করেন।

অন্যান্য মঙ্গল কাব্য

- অন্যান্য মঙ্গল কাব্যগুলোর মধ্যে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, যষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, পঞ্চাননমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল, তীর্থমঙ্গল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শিবায়নবম্ধ শিবমঙ্গল কাব্য

- শিব প্রাগৈবদিক দেবতা। লৌকিক দেবতা হিসেবে তাঁর বিবর্তন ঘটেছে। পৌরাণিক মৌলিক উপাদান মিশ্রিত হয়ে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য রচিত। মনে করা হয় কবি রামকৃষ্ণ রায় শিবমঙ্গল কাব্যের আদি কবি। রামকৃষ্ণ রায় রচিত কাব্যের নাম 'শিবায়ন' বা 'শিবের মঙ্গল'।
- কবি কঙ্ক আনুমানিক ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে 'শিবমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।
- কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য আঠার শতকের প্রথম দিকে 'শিবায়ন' বা 'শিব-কীর্তন' নামে কাব্য রচনা করেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্মঠাকুর নামে দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার ও পূজার ঘটনা নিয়ে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য। হিন্দু নিচু শ্রেণীর (ডোমসমাজ) দেবতা ধর্মঠাকুর।

রাঢ়দেশে ধর্মঠাকুর এখনও জাগ্রত দেবতা। আঞ্চলিক হলেও অন্যান্য মঙ্গল পাঁচালির চেয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ছিল অধিক। অসংখ্য অব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ রচনা করেন এ কাব্য। ধর্মঠাকুরই একমাত্র দেবতা যাতে সর্বশ্রেণীর সর্বজনের অধিকার ও শ্রদ্ধা ছিল। কাহিনীতে রয়েছে ধর্মঠাকুরের আসল পরিচয় : সূর্য তাঁর অনুগত, সন্তানদান তাঁর আয়ত্তে, জলবর্ষণ তাঁর কাজ, চক্ষুরোগ নিরাময় তাঁর কৃপা, তাঁর দেয়া দণ্ড কুষ্ঠরোগ, ধবল রূপ তাঁর প্রিয়। সাধারণত একটি শিলাখন্ডই (কূর্মমূর্তি) ধর্ম-প্রতীকরূপে পূজা পায়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী দুটি— (১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী; (২) লাউসেনের কাহিনী। ‘রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী’র প্রধান চরিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র, রাণী মদনা, ধর্মঠাকুর ও রাজপুত্র লুইচন্দ্র বা লুইধর। ‘লাউসেনের কাহিনী’র চরিত্র কর্ণসেন, রঞ্জাবতি, ধর্মঠাকুর, লাউসেন, মহামদ।

ধর্মমঙ্গলের কবি

- ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ময়ূরভট্ট। তিনি সতের শতকের কবি ছিলেন। ময়ূরভট্ট রচিত কাব্যটি হচ্ছে ‘শ্রীধর্মপুরাণ’। তবে তাঁর রচনার একটি পদও পাওয়া যায়নি।
- ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় কবি আদি রূপরাম। কবি মাণিক গাঙ্গুলিই তাঁকে স্মরণ করে পদ রচনা করেন। তাঁর কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি।
- ধর্মমঙ্গলের আরেক একজন কবি খেলারাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গল কাব্যের একজন অন্যতম কবি মানিকরাম গাঙ্গুলি। মানিকরামের সমসাময়িক আরেকজন কবি দ্বিতীয় রূপরাম। কবি দ্বিতীয় রূপরাম ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাব্য রচনা করেন। ধর্মমঙ্গলের অন্যতম কবি শ্যামপন্ডিত। শ্যাম পন্ডিত রচিত কাব্যের নাম ‘নিরঞ্জন মঙ্গল’। রামদাস আদক রচিত কাব্যের নাম অনাদিমঙ্গল। ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাব্য প্রথম গীত হয়।
- কবি ঘনরাম চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য রচনা শেষ হয়। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি ঘনরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত লাউসেনের কাহিনীই ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যের উপজীব্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার প্রথম কবি কে? — ময়ূরভট্ট।
২. ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে? তাঁর রচিত কাব্যের নাম কী? — ময়ূরভট্ট। তাঁর রচিত কাব্যের নাম হাকন্দ পুরাণ।
৩. রূপরাম চক্রবর্তী কোন মঙ্গলকাব্য ধারার কবি? — ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি।
৪. ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি? — ঘনরাম চক্রবর্তী। অষ্টাদশ শতকের।
৫. ধর্মমঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত ও কী কী? — দুই খণ্ডে। লাউসেনের কাহিনী ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী।
৬. ‘হাকন্দ পুরাণ’ গ্রন্থটি কার রচিত? — ময়ূরভট্ট।

লেকচার নং - ৪

জীবনী সাহিত্য

মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্যগুলো বাংলাভাষায় জীবনী সাহিত্য রচনার প্রথম প্রয়াস। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্ম হল মানবপ্রেম ধর্ম। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি হল :

‘জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর’

চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থকে ‘কড়চা’ বলে। চৈতন্যের প্রথম জীবনীগ্রন্থ ‘মুরারি গুপ্তের কড়চা’। এ কাব্যের প্রকৃত নাম ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত’। এটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠজনদের একজন। এটি মহাকাব্যিক রচনা। আটাত্তর সর্গে রচিত এ বিশাল গ্রন্থে চৈতন্যজীবনীলার বয়ান রয়েছে।

বাংলাভাষায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য বৃন্দাবন দাসের ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’। প্রাচীন গ্রন্থগুলোর মধ্যে এর বিশুদ্ধতা সর্বাংশে রক্ষিত। ভাগবতের মর্যাদা পাওয়াতে এ গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে ‘চৈতন্যভাগবত’।

চৈতন্যের জীবনীগ্রন্থগুলোর মধ্যে ‘শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত’ সর্বাধিক পরিচিত ও পঠিত গ্রন্থ। এর রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এ বাংলা গ্রন্থটিই তাঁকে সাহিত্যে অমর করে রেখেছে। গ্রন্থটি বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাগবত ও গীতার পরে গ্রহণযোগ্য হিসেবে অনুমিত। কৃষ্ণদাসের জন্ম প্রাচীন নৈহাটির ঝামটপুর গ্রামে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত তিন খণ্ডে বিভক্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বেদ-সমতুল্য গ্রন্থ।

এছাড়া লোচনদাসের ‘চৈতন্যমঙ্গল’, জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’, গোবিন্দ দাসের ‘কড়চা’, চুড়ামণি দাসের ‘গৌরাজবিজয়’ উল্লেখযোগ্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলা সাহিত্যে প্রথম কোন ব্যক্তির জীবনী কাহিনী লেখা হয়? — শ্রী চৈতন্যদেব।
২. ‘রসূল বিজয়’-এর রচয়িতা কে? — সাবিরদ খান।
৩. কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা গ্রন্থের নাম কি? — শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত।
৪. কাকে অবলম্বন করে মধ্যযুগে জীবনী সাহিত্য রচিত হয়েছিল? — শ্রীচৈতন্য দেবকে অবলম্বন করে জীবনী সাহিত্য রচিত হয়েছিল।
৫. জীবনী সাহিত্য ধারার তিনজন কবির নাম লিখুন? — মুরারীগুপ্ত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস।
৬. মধ্যযুগে কাকে অবলম্বন করে একটি যুগের অবতারণা করা হয়েছে? — শ্রীচৈতন্য দেবকে অবলম্বন করে যুগের অবতারণা হয়েছিল।
৭. শ্রীচৈতন্য দেবের পিতৃদত্ত নাম কী? — বিশ্বম্ভর মিশ্র।

অনুবাদ সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কবির অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে প্রধানত অনুবাদ হয়েছে—

- ১। সংস্কৃত থেকে (মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত থেকে)
- ২। হিন্দি সাহিত্য থেকে
- ৩। আরবি-ফারসি সাহিত্য থেকে।

মধ্যযুগের কোন অনুবাদই হুবহু অনুবাদ নয়। কবির মূল কাহিনী ঠিক রেখে মাঝে মাঝে নিজেদের মনের কথা বসিয়ে দিয়েছেন।

রামায়ণ :

রামচরিত-অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ লিখেছেন বাল্মীকি। বাল্মীকির মূল নাম দস্যু রত্নাকর। সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত এবং চব্বিশ হাজার অনুষ্টুপ শ্লোকে রচিত হয়েছে সুবৃহৎ বাল্মীকি-রামায়ণ। অনেকের অনুমান, সপ্তকাণ্ডের প্রথম কাণ্ড (বালকাণ্ড) এবং শেষকাণ্ড (উত্তরকাণ্ড) বাল্মীকির রচনা নয়। কারণ, বাকী পাঁচটি কাণ্ডে কাহিনী সুসংহত ও মহাকাব্যোচিত।

- ❖ রামায়ণের প্রথম অনুবাদক পনের শতকের কবি কৃষ্ণিবাস ওঝা। তিনি হলেন প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুলপঠিত কাব্য। তিনি রামায়ণের মূল কাহিনীতে সামান্য পরিবর্তন এনেছিলেন এবং চরিত্রগুলোতে বাঙালি বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করেছিলেন। এ কারণে বাংলায় তাঁর কাব্য তাত্ত্ব জনপ্রিয় হয়েছে। এটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮০২-১৮০৩ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারী ছাপাখানায় উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে।
- ❖ সতেরো শতকের কবি চন্দ্রাবতী রামায়ণ অনুবাদ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। চন্দ্রাবতী হলেন মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের বিদূষী কন্যা।

মহাভারত :

- ❖ খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ২০০ সালের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত রচিত হয়। মহাভারতের মূল রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস।

৬. মহাভারতের প্রথম অনুবাদক ষোল শতকের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তাঁর কাব্য 'পরাগলী মহাভারত' নামে সমধিক পরিচিত। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের অমাত্য পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি মহাভারত অনুবাদ করেন। পরাগলী মহাভারত ১৮টি পর্বে এবং ১৭০০০ শ্লোকে সমাপ্ত।

এরপর মহাভারতের আংশিক (অশ্বমেধ পর্ব) বাংলা অনুবাদ করেন শ্রীকর নন্দী। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান। তাঁর মহাভারত 'ছুটিখানি মহাভারত' নামে পরিচিত। তিনি বেদব্যাস রচিত মহাভারতের অনুবাদ করেন নি, বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি রচিত জৈমিনি-ভারত কাব্যের অনুবাদ করেন। জৈমিনি-ভারত মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব অনুসরণে রচিত।

৭. সতের শতকের কবি কাশীরাম দাস হলেন মহাভারতের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক। কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এর দুটি বিখ্যাত পঙ্ক্তি - মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস ভনে শোনে পুণ্যবান॥

ভাগবত :

হিন্দুধর্মের এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন মালাধর বসু। এজন্য তিনি 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করেন। তাঁর ভাগবতের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

কোরআন শরীফ :

বাংলায় কোরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক হলেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। তিনি ১৮৮৬ সালে কোরআন শরীফ অনুবাদ করেন। গিরিশচন্দ্র সেনের উপাধি হল 'ভাই'। তাঁর বাড়ি ছিল নরসিংদী জেলায়।

প্রিলিমিনারী টেস্টের প্রশ্ন

- ১। 'পরাগলী মহাভারত' খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী? (৩১তম বিসিএস)
 (ক) সঞ্চয় (খ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর
 (গ) শ্রীকর নন্দী (ঘ) কাশীরাম দাস
- ২। কে প্রথম সমগ্র কোরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ করেন? (১০ম, ১৪তম ও ১৬তম বিসিএস পরীক্ষা)
 (ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) মাওলানা আকরাম খাঁ
 (গ) গিরিশচন্দ্র সেন (ঘ) রামমোহন রায়
- ৩। 'তাজকেরাতুল আওলিয়া' অবলম্বনে 'তাপসমালা' কে রচনা করেন? (২৬তম বিসিএস পরীক্ষা)
 (ক) মুন্সী আব্দুল লতিফ (খ) কাজী আকরাম হোসেন
 (গ) গিরিশচন্দ্র সেন (ঘ) শেখ আব্দুল জব্বার

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. রামায়ণের মূল রচয়িতা-কে? এটি কোন ভাষায় রচিত?
 — বাল্মীকি। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।
২. রামায়ণ কত খণ্ডে বিভক্ত ও শ্লোক সংখ্যা কত?
 — ৭ খণ্ডে রচিত। এর শ্লোক সংখ্যা ২৪০০০।
৩. রামায়ণের সার্থক অনুবাদক কে? তিনি কোন শতাব্দীর কবি?
 — কৃত্তিবাস। তিনি পঞ্চদশ শতকের কবি।
৪. রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদক কবি কে? তাঁর পরিচয় কী?
 — চন্দ্রাবতী। তিনি মানসামঙ্গলের কবি দ্বিজবংশীদাসের কন্যা।
৫. মহাভারতের মূল রচয়িতা কে? এটি কোন ভাষায় রচিত?
 — কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঋষি ব্যাসদেব। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।
৬. মহাভারতে কতটি খণ্ড ও শ্লোক সংখ্যা কত?
 — ১৮ খণ্ড রয়েছে। এতে ৮৫০০০ শ্লোক রয়েছে।
৭. মহাভারতের আদি অনুবাদক কে?
 — কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তাঁর কাব্যের নাম পরাগলী মহাভারত।
৮. বাংলা ভাষায় কোরআন শরীফ-এর অনুবাদক 'ভাই গিরিশচন্দ্র সেন' কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?
 — ব্রাহ্ম ধর্ম।
৯. ভাগবতের মূল রচয়িতা কে? কোন ভাষায় রচিত?
 — ব্যাপদেব। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।
১০. ভাগবতের খণ্ড কয়টি ও শ্লোক সংখ্যা কত?

- ১২টি খণ্ডে রচিত। এতে ৩২০০০ শ্লোক রয়েছে।
১১. মালাধর বসুর উপাধি কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?
 — গুণরাজ খান। সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহ তাকে এ উপাধি দেন।
১২. রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত কোন ছন্দে রচিত?
 — পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত।
১৩. কোরআন শরীফের অনুবাদক গিরিশচন্দ্র সেনের বাড়ি কোন জেলায়?
 — নরসিংদী জেলায়।
১৪. কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নাম বেদব্যাস হয়েছিল কেন?
 — বেদ এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন বলে।
১৫. মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
 কাশীরাম দাস ভনে শোনে পুণ্যবান॥ -চরণ দুটির রচয়িতা কে?
 — কাশীরাম দাস।
১৬. 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' এর রচয়িতা কে?
 — মালাধর বসু।
১৭. মহাভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক কে? তিনি কোন শতকের কবি?
 — কাশীরাম দাস। তিনি সপ্তদশ শতকের কবি।
১৮. হিন্দুধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'ভাগবৎ' বাংলায় অনুবাদ করেন কে? তাঁর গ্রন্থের নাম কী?
 — মালাধর বসু। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'।

রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান

- **শাহ মুহম্মদ সগীর**
 পনের শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচনা করেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। তিনি ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমোপাখ্যান 'ইউসুফ ওয়া জোলেখা' অবলম্বনে রচনা করেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। মধ্যযুগের প্রথম মুসলিম কবি হলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি চতুর্দশ শতকের শেষ ও পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকের কবি ছিলেন।
- **দৌলত উজির বাহরাম খান**
 ষোল শতকের কবি দৌলত উজির বাহরাম খান ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমোপাখ্যান 'লায়লা ওয়া মজনুন' অবলম্বনে রচনা করেন 'লায়লী মজনু' কাব্য। এ কাহিনীর মূল উৎস আরবী লোকগীতা। বাহরাম খানের কাব্যে সুফীতত্ত্বের প্রচ্ছন্ন আবেদন রয়েছে।
- **মুহম্মদ কবীর**
 ষোল শতকের কবি মুহম্মদ কবীর হিন্দি কবি মনকন রচিত হিন্দি প্রেমোপাখ্যান 'মধুমালতী' অবলম্বনে রচনা করেন 'মধুমালতী' কাব্য।
- **সাবিরিদ্দ খান**
 সাবিরিদ্দ খান চট্টগ্রামের একজন কবি। তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'হানিফা ও কয়রাপারী' নামক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেন। হযরত আলীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হনুফার গর্ভজাত সন্তান বীর হানিফা হল এ কাব্যের নায়ক। হানিফা ও জয়গুণের দাম্পত্য প্রেম এবং হানিফা ও কয়রাপারীর রোমান্টিক প্রেম - এ দু'ধারার কাহিনী নিয়ে 'হানিফা ও কয়রাপারী' রচিত হয়েছে।
 তিনি 'রসূল বিজয়' কাব্যও রচনা করেন।
- **সৈয়দ সুলতান**
 সৈয়দ সুলতানের খ্যাতি নবীবংশের মতো একটি মহাকাব্যিক রচনা প্রণয়নের জন্য। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর অন্যান্য কাব্যগুলো হল 'শবে মিরাজ', 'রসূল বিজয়', 'ওফাতে রসূল', 'জয়কুম রাজার লড়াই', 'ইবলিশ নামা', 'জ্ঞান চৌতিশা', 'জ্ঞান প্রদীপ'। সৈয়দ সুলতান তার সমসাময়িক চট্টগ্রামবাসী কবিদের মধ্যে শ্রেণ্যে ব্যক্তি। অনেক কবি তাঁদের রচনায় ভক্তি সহকারে তাঁর নাম নিয়েছেন। তাঁর জন্ম চট্টগ্রামের পটিয়ার চক্রশালা গ্রামে। তিনি দীর্ঘজীবী, প্রায় শতাব্দী জীবনকাল আনুমানিক ১৫৫০-১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ।
 সৈয়দ সুলতানের প্রথম ও বিখ্যাত গ্রন্থ 'নবীবংশ'। এর উৎস আরবি-ফারসি সাহিত্য। 'শবে মিরাজ' পৃথক কোন কাব্য নয়, 'নবীবংশ'র একটি পর্বমাত্র। আবার, 'ইবলিশনামা' স্বতন্ত্র কোন

কাব্য বা কাব্যের পর্ব নয়, 'শবে মিরাজ' কাহিনীর অন্তর্গত একটি উপকাহিনী। 'নবীবংশ' কাব্যে রাসূলের অপূর্ব মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি আমীর হামজা, হযরত আলী প্রমুখের বীরত্ব ও বিক্রমের ছবি ঐকেছেন। তাঁরা যুদ্ধে অজেয়, কেননা তাঁর আল্লাহর অনুগৃহীত।

□ আবদুল হাকিম

কবি আবদুল হাকিমের প্রণয়োপাখ্যানগুলো হল - 'ইউসুফ জোলেখা' এবং 'লালমতি-সয়ফুলমলুক'। কবি আবদুল হাকিম নিজেকে বাঙালি বলতে গর্ববোধ করতেন। তিনি রচনা করেছিলেন বিখ্যাত পঙ্ক্তি -
যে সবে বজোত জন্মি হিংসে বজরাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥

রোসাজ্ঞ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে রোসাজ্ঞ নামে অভিহিত করা হয়। আরাকান রাজসভার কবিগণের মধ্যে দৌলত কাজী, মরদন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আলাওল, আবদুল করিম খোন্দকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সময়ের কবিগণের পুরোধা দৌলত কাজী বাংলা রোমান্টিক কাব্যধারার পথিকৃৎ হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

□ দৌলত কাজী

কবি দৌলত কাজী হিন্দি কবি সাধন রচিত প্রেমোপাখ্যান 'মেনাসত' অবলম্বনে রচনা করেন সতীময়না-লোর চন্দ্রানী কাব্য। তিনি কাব্য রচনা করেন রোসাজ্ঞের সেনাপতি আশরাফ খানের অনুরোধে, ১৬৩৮ সালে। তাঁর সতীময়না গল্পের মূলে ছিলো পশ্চিমা ভোজপুরী ভাষায় প্রচলিত একটি কাহিনী। তাঁর কাব্যের নায়ক গোহারি দেশের রাজা, লোর। এতে লোরের দুই বিবাহ এবং প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের শেষ অংশে রচনা করার পূর্বেই দৌলত কাজী মারা যান। তাঁর অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন আলাওল, ১৬৫৯ সালে।

□ আলাওল

সতের শতকের কবি আলাওল হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত হিন্দি প্রেমোপাখ্যান 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে রচনা করেন 'পদ্মাবতী' কাব্য। 'পদ্মাবতী' কাব্যের নায়ক ও নায়িকা হলেন চিতোরের রাজা রত্নসেন ও অন্যতম রানী পদ্মাবতী। এ কাব্যে শূক পাখি নামক একটি পাখির অনেক ভূমিকা আছে। তাঁর অন্যান্য কাব্যগুলো হল 'সয়ফুলমলুক-বদিউজ্জামাল', 'তোহফা', 'হস্তপয়কর', 'সেকেন্দারনামা'। এগুলো ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থ। 'তোহফা' রোমান্টিকধর্মী নয়, নীতিধর্মী ধর্মীয় গ্রন্থ।

আলাওল রোসাজ্ঞ রাজসভার কবি। তাঁর জীবনে মাগন ঠাকুরের প্রভাব অপরিসীম। মাগন ঠাকুরের অনুরোধে তিনি পদ্মাবতী রচনা করেন।

□ কোরেশী মাগন ঠাকুর

সতের শতকের কবি ছিলেন কোরেশী মাগন ঠাকুর। তিনি ছিলেন রোসাজ্ঞ রাজসভার প্রধান উজির। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'চন্দ্রাবতী'। এ কাব্যের নায়ক চন্দ্রাবতী নগরের রাজপুত্র বীরতান এবং নায়িকা সিংহলের রাজকুমারী চন্দ্রাবতী। এতে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত নায়ক নায়িকার মিলন হয়েছিল।

প্রিলিমিনারী টেস্টের প্রশ্ন

১. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম মুসলমান কবি কে? (১২তম বিসিএস পরীক্ষা)
✓ ক) শাহ মুহম্মদ সগীর খ) বাহরাম খান
গ) শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ ঘ) কাজী দৌলত
২. লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে? (২২তম বিসিএস পরীক্ষা)
ক) আলাওল খ) কোরেশী মাগন ঠাকুর
✓ গ) দৌলত কাজী ঘ) সৈয়দ সুলতান
৩. মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য কোনটি? (১২তম বিসিএস পরীক্ষা)
ক) লাইলী মজনু ✓ খ) ইউসুফ জোলেখা
গ) শিরী ফরহাদ ঘ) বিষাদ সিন্ধু

৪. হিন্দি 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' রচনা করেন— (১৭তম বিসিএস পরীক্ষা)
ক) বাহরাম খান খ) সৈয়দ সুলতান
গ) আলাওল ঘ) মাগন ঠাকুর
৫. 'ইউসুফ জোলেখা' প্রণয়কাব্য অনুবাদ করেছেন — (২৩তম বিসিএস পরীক্ষা)
✓ ক) শাহ মুহম্মদ সগীর খ) বাহরাম খান
গ) আলাওল ঘ) দেনা গাজী
৬. 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন কে? (১৪তম বিসিএস)
ক) আলাওল ✓ খ) ফকীর গরীবুল্লাহ
গ) সৈয়দ হামজা ঘ) রেজাবুদ্দৌলা
৭. 'শাহনামা' মৌলিক গ্রন্থটি কার? (২৬তম বিসিএস পরীক্ষা)
ক) মালিক জায়সী ✓ খ) ফেরদৌসী
গ) সৈয়দ হামজা ঘ) দৌলত উজির বাহরাম খান
৮. আলাওলের 'তোহফা' কোন ধরনের কাব্য? (৩১তম বিসিএস)
ক) আত্মজীবনী খ) প্রণয়কাব্য
✓ গ) নীতিকাব্য ঘ) জগনামা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মুসলমান কবি রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
— ইউসুফ-জোলেখা।
২. 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যটি কার রচনা? এটি কোন ধারার অনুবাদ?
— শাহ মুহম্মদ সগীর। এটি আরবি-ফারসি ধারার অনুবাদ।
৩. 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের কাহিনী কোন দেশের? চরিত্রের নাম লিখুন।
— মিশর দেশের কাহিনী। এর তিনটি চরিত্র হল - তৈমুর বাদশাহ-আজিজ, ইউসুফ, জোলেখা।
৪. 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যটি কোন সময়ের রচনা? কোন শাসকের রাজত্বকালে কাব্যটি রচিত হয়?
— পঞ্চদশ শতকের রচনা। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে কাব্যটি রচিত হয়।
৫. শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যটি কোন কবির মূল কাহিনী অবলম্বনে রচিত?
— ইরানের কবি ফেরদৌসী ও জামির কাব্য অবলম্বনে এটি রচিত।
৬. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার দ্বিতীয় গ্রন্থ কোনটি?
— লাইলী-মজনু।
৭. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের রচয়িতা কে? — দৌলত উজির বাহরাম খান।
৮. বাহরাম খানকে দৌলত উজির উপাধিতে ভূষিত করেন কে? তিনি কোন জায়গার অধিবাসী ছিলেন?
— চট্টগ্রামের বাদশাহ নেজাম শাহ সূর। বাহরাম খান চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।
৯. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের কাহিনী কোন দেশের? — ইরানের।
১০. 'লাইলী-মজনু' কাব্যে মজনুর প্রকৃত নাম কী ছিল? — কায়স।
১১. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার সার্থক ট্রাজেডি কোন কাব্যটি?
— লাইলী-মজনু কাব্য।
১২. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের চারটি চরিত্রের নাম লিখুন?
— লাইলী-মজনু, ইবন সালাম, হেতুবতী, নয়ফলরাজ।
১৩. আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি — দৌলত কাজী।
১৪. আরাকান রাজসভার দুজন বিখ্যাত কবি — মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজী।
১৫. 'হানিকা-কয়রাপরী' কাব্যের রচয়িতা কে? — সাবিরিদ (শাহ বারিদ) খান।
১৬. মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি কে? — আলাওল।
১৭. আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন — আলাওল।
১৮. 'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা কে? কাব্যটি কত খণ্ডে বিভক্ত?
— আলাওল। এটি ৩ খণ্ডে রচিত।
১৯. 'পদ্মাবতী' কাব্যটি কোন ধারার অনুবাদ মূলক কাব্য? এই কাব্যটির মূল রচয়িতা কে ও কাব্যের নাম কী?
— হিন্দি ধারার। এর মূল রচয়িতা মালিক মুহম্মদ জায়সী। তাঁর কাব্যের নাম 'পদুমাবৎ'।

২০. আলাওলের জন্মস্থান কোথায়? তিনি কোন রাজসভার কবি ছিলেন?
— ফতেহাবাদ বা ফরিদপুর। তিনি আরাকান রাজসভার কবি ছিলেন।
২১. আলাওল কার পৃষ্ঠপোষকতায় পদ্মাবতী কাব্যটি রচনা করেন?
— কোরেশী মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেন।
২২. আরাকান রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী? তার রচিত একটি কাব্যের নাম লিখুন?
— কোরেশী মাগন ঠাকুর। তাঁর রচিত কাব্যের নাম চন্দ্রাবতী।
২৩. আরাকান রাজসভা কী নামে পরিচিত ছিল? এই রাজসভার কয়েকজন কবির নাম লিখুন?
— রোসাদ রাজসভা নামে। এই রাজসভার কয়েকটি কাব্যের নাম পদ্মাবতী, চন্দ্রাবতী, সয়ফুল মলুক বদিউজ্জামাল, তোহফা প্রভৃতি।
২৪. পদ্মাবতী কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন?
— রত্নসেন, পদ্মাবতী, হীরামন, নাগমতি।
২৫. পদ্মাবতী কাব্যে পদ্মাবতীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী গুরু পাখিটির নাম কী?
— হীরামন।
২৬. পশু-পক্ষীর কাহিনী ও চরিত্র অবলম্বনে রচিত সাহিত্যকে কী বলে?
— উপকথা।
২৭. সয়ফুলমলুক বদিউজ্জামান, সপ্তপয়কর, তোহফা, সেকান্দার নামা কাব্যগুলির রচয়িতা কে? — আলাওল।
২৮. আলাওলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কোন রচনা? — পদ্মাবতী।
২৯. মধ্যযুগের কোন কোন কাব্য প্রথমে একজন কবি শুরু করেন ও পরে অন্য কবি তা শেষ করেন?
— সতীময়না-লোরচন্দ্রানী কাব্য। শুরু করেন কাজী দৌলত আর শেষ করেন আলাওল।
৩০. যে সব বজ্রোত জন্মি হিঙ্গসে বজ্রাবাগী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি। — এ পঙ্ক্তি দুটি কার রচনা?
— আবদুল হাকিম।
৩১. 'দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায় নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।' — কবিতাংশটি কার? — কবি আবদুল হাকিম।
৩২. মধুমালতী কাব্য কে রচনা করেছেন? এটি কোন ধারার অনুবাদমূলক কাব্য?
— মুহম্মদ কবীর। হিন্দী কাব্যধারায় অনুবাদমূলক কাব্য।
৩৩. মধুমালতী কাব্যের মূল রচয়িতা কে ও মূল গ্রন্থের নাম কী?
— মূল রচয়িতা মনকন। মূল গ্রন্থের নাম মধুমালতী।
৩৪. সতীময়না লোরচন্দ্রানী কাব্যটি মূল কোন কবির রচনা ও কোন ভাষায় ও কাব্যের নাম কী ছিল?
— কবি সাধন রচিত হিন্দী মৈনাস কাব্য অবলম্বনে এটি রচিত হয়।
৩৫. সয়ফুলমলুক বদিউজ্জামান কাব্যটি আলওল ছাড়া আর কোন কবি রচনা করেছেন? — দোনাগাজী চৌধুরী।
৩৬. 'গুলে বকাওলী' কাব্যের রচয়িতা কে?
— নওয়াজীস আলী খান ও মুহম্মদ মুকীম।

নাথ সাহিত্য/শাক্ত পদাবলী

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে নাথ ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা কাব্য নাথ সাহিত্য নামে পরিচিত। নাথ সাহিত্য ব্যালাড বা গীতিকা হিসেবেও পরিচিত। এ সাহিত্য লোক সাহিত্যধর্মী এবং শিল্প সাহিত্যধর্মী রচনা ছিল না।
- আদিনাথ শিব, মীননাথ, হাড়িপা, কানুপা — এই চারজন সিদ্ধাচার্যের মাহাত্ম্যসূচক অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে নাথ সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। নাথ সাহিত্যে আদিনাথ শিব, পার্বতী, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা, ময়নামতি ও গোপীচন্দ্রের আখ্যান প্রভৃতি সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য।
- ১৮-৭৮ খ্রিস্টাব্দে জর্জ গ্রিয়ার্সন রংপুর থেকে সংগৃহীত একটি গীতিকা 'মানিক রাজার গান' নামে প্রকাশ করেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়' আবিষ্কার করেন।

গোরক্ষনাথের মহিমা বিষয়ক কাহিনী এবং ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের আখ্যান নাথ সাহিত্যের সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

- নাথ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন শেখ ফয়জুল্লাহ, শ্যামদাস সেন, ভীম সেন, ভবানী দাস, শুরুর মুহম্মদ, দুর্গভ মল্লিক।

শেখ ফয়জুল্লাহ

ষোল শতকের কবি শেখ ফয়জুল্লাহ হলেন নাথ সাহিত্যের সুবিখ্যাত কবি। তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ হল 'গোরক্ষবিজয়'। 'ভারত পাঁচালী' রচয়িতা কবীন্দ্র দাসের মুখে গল্প শুনেন কবি ফয়জুল্লাহ তাঁর কাব্যটি রচনা করেন। এটি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। এছাড়াও তিনি গাজীবিজয়, সত্যপীর পাঁচালী, জয়নাবের চৌতিশা ইত্যাদি কাব্য রচনা করেন।

কবি	সাহিত্যকর্ম
শেখ ফয়জুল্লাহ	গোরক্ষবিজয়
শ্যামদাস সেন	মীনচেন
ভীমসেন রায়	গোর্থবিজয়
ভবানী দাস	ময়নামতির গান
শুরুর মাহমুদ	গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- নাথ সাহিত্যের প্রধান কবি কে? — শেখ ফয়জুল্লাহ।
- নাথ সাহিত্যের প্রধান নিদর্শন কোনটি? — ময়নামতি ও গোপীচন্দ্রের আখ্যান।
- 'গোরক্ষ বিজয়' এর রচয়িতা কে? — শেখ ফয়জুল্লাহ।
- রংপুর থেকে 'মানিক রাজার গান' কে সংগ্রহ করেছিলেন? — জর্জ গ্রিয়ার্সন।
- নাথ সাহিত্য কাকে বলে? নাথ পন্থীদের আদি গুরু কে? — বিশ্ব উপাসক যোগীদের জীবন কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য। শিব।
- নাথ সাহিত্যকে অন্য কি নামে অভিহিত করা হয়? — শাক্ত পদাবলী নামে।
- নাথ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি কে? তার রচিত কাব্যের নাম কী? — শেখ ফয়জুল্লাহ। তাঁর রচিত কাব্য গোরক্ষবিজয়।

মর্সিয়া সাহিত্য

মর্সিয়া শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ শোক প্রকাশ করা। প্রধানত কারবালার প্রান্তরে শহীদ ইমাম হোসেন (রা) ও অন্যান্য শহীদদের উপজীব্য করে লেখা সাহিত্য হল মর্সিয়া সাহিত্য। মুঘল আমলে যে সব কবি মর্সিয়া সাহিত্য রচনা করেছেন তারা হলেন শেখ ফয়জুল্লাহ, দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ খান, হায়াৎ মামুদ, জাফর হামিদ প্রমুখ।

- মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি শেখ ফয়জুল্লাহকে মনে করা হয়। তিনি 'জয়নবের চৌতিশা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।
- মুহম্মদ খান রচিত গ্রন্থের নাম 'মকুল হোসেন'। এই কাব্যগ্রন্থটি ফারসি 'মকুল হোসেন' কাব্যের ভাবানুবাদ।
- হায়াৎ মামুদ অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত কবি। তাঁর রচিত 'জ্ঞানানা' কাব্যটি ফারসি কাব্যের অনুসরণে রচিত।
- মর্সিয়া ধারার হিন্দু কবি হলেন রাধারমণ গোপ। তিনি 'ইমামগণের কেছা' ও 'আফৎনামা' নামে দুটি কাব্য রচনা করেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (মর্সিয়া সাহিত্য) :

- 'মকুল হোসেন' রচয়িতা কবি মুহম্মদ খান কোন জেলার বাসিন্দা? — চট্টগ্রাম জেলা।
- 'মর্সিয়া' শব্দের উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে? — আরবি ভাষা থেকে।
- মর্সিয়া সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের ধারা? — মধ্যযুগের সাহিত্যধারা।
- মর্সিয়া ধারার হিন্দু কবি কে? — রাধারমণ গোপ।
- 'মর্সিয়া' কথাটির অর্থ কী? — শোক প্রকাশ করা।
- 'মর্সিয়া' সাহিত্য ধারার প্রথম কবি কে ও তার কাব্যের নাম কী? — শেখ ফয়জুল্লাহ। তাঁর মর্সিয়া সাহিত্য 'জয়নবের চৌতিশা'।
- 'কাশিমের লড়াই' মর্সিয়া কাব্যের রচয়িতা কে? — শেরবাজ খান।

শায়ের ও কবিওয়ালা

- আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতার হিন্দু সমাজে 'কবিওয়ালা' এবং মুসলমান সমাজে 'শায়ের'-এর উদ্ভব ঘটে। এ কবিওয়ালা ও শায়েররা যে সাহিত্য রচনা করেছে তাকে দোভাষী সাহিত্য বলে।

- রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) বাংলা টম্পা গানের জনক। তাঁর রচিত অমর পঙ্ক্তি হল -

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা
পুরে কি আশা।

- কবি এন্টনি ফিরিজি হলেন পর্তুগীজ খ্রিস্টান। তিনিও বাংলার কবি হয়েছিলেন, তবে তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ফিরিজি শব্দটি।
- দোভাষী পুঁথি সাহিত্য বাংলা, ফারসি, আরবি, হিন্দি, ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে রচিত। এ সাহিত্য কলকাতার সস্তা প্রেস থেকে বের হত, একে বটতলার পুঁথি বলা হয়।
- 'শায়ের'-দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোহাম্মদ দানেশ। ফকির গরীবুল্লাহ দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি।
- পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম কবি হলেন সৈয়দ হামজা। কবি সৈয়দ হামজা রচিত গ্রন্থ হল 'মধুমালতী', 'জৈগুনের পুঁথি', 'হাতেম তাদি'।

প্রিলিমিনারী টেস্টের প্রশ্ন

- ১। কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটে কখন? (৩০তম বিসিএস)
- ✓ ক) আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে
খ) ষোড়শ শতকের শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে
গ) সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে
ঘ) উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে
- ২। কবি গানের প্রথম কবি কে? (৩০তম বিসিএস)
- ✓ ক) গৌজলা পুট
খ) হরু ঠাকুর
গ) ভবানী ঘোষ
ঘ) নিতাই বৈরাগী
- ৩। বটতলার পুঁথি বলতে কি বোঝায়? (১২তম বিসিএস)
- ক) মধ্যযুগীয় কাব্যের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি
খ) বটতলা নামক স্থানে রচিত কাব্য
✓ গ) দোভাষী বাংলায় রচিত পুঁথি সাহিত্য
ঘ) অবিমিশ্র দেশজ-বাংলায় রচিত লোকসাহিত্য
- ৪। পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক কে? (১১তম বিসিএস)
- ক) রামনিধি গুপ্ত
খ) সৈয়দ হামজা
গ) ফকির গরীবুল্লাহ
ঘ) নিতাই বৈরাগী
- ৫। কবিগান রচয়িতা এবং গায়ক হিসেবে এরা উভয়ই পরিচিত- (১২তম বিসিএস)
- ক) রাম রাম বসু এবং ভোলা ময়রা
✓ খ) এন্টনি ফিরিজি ও রামপ্রসাদ রায়
গ) সাবিরদীন খান ও দশরথী রায়
ঘ) আলাওল ও ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
- ৬। দোভাষী পুঁথি বলতে কি বুঝায়? (২২তম বিসিএস পরীক্ষা)
- ক) দুই ভাষায় রচিত পুঁথি
✓ খ) কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথি
গ) তৈরি করা কৃত্রিম ভাষায় রচিত পুঁথি
ঘ) আঞ্চলিক বাংলায় রচিত পুঁথি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. 'আমীর হামযা' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন - — ফকির গরীবুল্লাহ।
২. 'জঙ্গনামা' কাব্যের বিষয় কি? — যুদ্ধ-বিগ্রহ।
৩. দোভাষী পুঁথির উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন - — সৈয়দ হামজা।
৪. বাংলা টম্পা গানের জনক কে? — রামনিধি গুপ্ত।
৫. মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফাগণের বিজয় অভিযানের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী অবলম্বনে রচিত সাহিত্যের নাম কী? — জঙ্গনামা।
৬. 'জঙ্গনামা'র দুইজন কবির নাম লিখুন?
- শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ, দৌলত উজির বাহরাম খান।

৭. 'নুরনামা', 'নসিয়ৎনামা' কোন জাতীয় গ্রন্থ ও রচয়িতা কে?

— পুঁথি সাহিত্য ধারার কাব্য। রচয়িতা আব্দুল হাকিম।

৮. কবি গানের আদি গুরু কে? — গুজলা গুই।

৯. কবিগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? — গানের মাধ্যমে প্রশ্ন ও উত্তরদান।

১০. কবিওয়ালাদের মধ্যে পর্তুগিজ খ্রিস্টান কে? — এন্টনি ফিরিজি।

১১. পুঁথি সাহিত্যের রচয়িতাদের কী বলা হয়? — শায়ের।

১২. পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম কবি কে? — ফকির গরীবুল্লাহ।

১৩. দোভাষী পুঁথি কাকে বলে?

— কয়েকটি ভাষার মিশ্রণে রচিত পুঁথি সাহিত্য হওয়ার কারণে একে দোভাষী পুঁথি বলে।

১৪. বটতলার পুঁথি কাকে বলে?

— অবিমিশ্র দেশজ বাংলায় রচিত পুঁথি সাহিত্য ধারার কাব্য।

১৫. পুঁথি সাহিত্য ধারার দুটি কাব্যের নাম লিখুন?

— গাজীকালু, চম্পাবতী।

৪৭. টম্পা গান থেকে আধুনিক কোন কবিতার সূত্রপাত ঘটেছে?

— গীতি কবিতা।

৪৭. "নানান দেশের নানান ভাষা বিনে স্বদেশি ভাষা পুরে কি আশা"-এই চরণদ্বয়ের রচয়িতা কে?

— রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু।

লোকসাহিত্য ও গীতিকা

একশ্রেণীর আখ্যানমূলক লোকগীতি বাংলাসাহিত্যে 'গীতিকা' নামে অভিহিত। ইংরেজিতে একে বলা হয় 'ব্যালাড'। বাংলাদেশে সংগৃহীত গীতিকা তিন ধরনের - নাথ গীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

- নাথ গীতিকা এক ধরনের ঐতিহাসিক রচনা। স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন ১৮৭৮ সালে রংপুর জেলার কৃষকদের নিকট থেকে এগুলো সংগ্রহ করে নাম দেন 'মানিক রাজার গান'। ময়নামতীর গান, মানিক রাজার গীত বা গোপীচাঁদের সন্ধ্যাস নাথ গীতিকার উদাহরণ।

- ময়মনসিংহ গীতিকা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাংশে ময়মনসিংহের বিল-হাওর-নদীপ্রান্তরের লোককবিগণের রচনা। চন্দ্র কুমার দে ময়মনসিংহ গীতিকার পালাগানগুলোর সংগ্রাহক। এর কাহিনীগুলো হল - মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দসু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা, দেওয়ানা মদিনা।

- মনসুর বয়াতি রচিত 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটি ময়মনসিংহ গীতিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসেবে সমাদৃত। বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান সোনাফরের পুত্র আলাল ও দুলালের বিচিত্র জীবন কাহিনী এবং দুলাল ও গৃহস্থকন্যা মদিনার প্রেমকাহিনী দেওয়ানা মদিনার বিষয়বস্তু।

- গীতিকাগুলোর মধ্যে মহুয়া পালাটিতে ময়মনসিংহ গীতিকার বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠে। পালাটির রচয়িতা দ্বিজ কানাই, সংগ্রহ ও বর্ণনা করেছেন পল্লীকবি জসীমউদ্দীন।

- গদ্যের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণিত হলে তাকে লোককথা বা লোককাহিনী বলে। ইংরেজিতে একে বলে Folk lore.

- রূপকথায় নানা অবাস্তব ও অবিদ্যাস ঘটনা ভীড় করে। বাস্তব রাজ্যের সাথে এর সম্পর্ক নেই। ইংরেজিতে রূপকথাকে বলে Fairy Tales. দক্ষিণাঙ্গন মিত্রের সংগৃহীত রূপকথার নাম 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর রূপকথা সংগ্রহের নাম 'টুনটুনির বই'।

প্রিলিমিনারী টেস্টের প্রশ্ন :

- ১। মৈমনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালার রচয়িতা - (২৬তম বিসিএস)
- ক) দ্বিজ ঈশান
✓ খ) দ্বিজ কানাই
গ) নয়ন চাঁদ ঘোষ
ঘ) চন্দ্রাবতী
- ২। Ballad কি? (২৬তম বিসিএস)
- ক) লোকগীতি
✓ গ) গীতিকা
খ) লোকগাথা
ঘ) গাথা

- ৩। লোকসাহিত্য কাকে বলে? [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
 ক) গ্রামীণ নরনারীর প্রণয় সংবলিত উপাখ্যানকে
 খ) লোক সাধারণের কল্যাণে দেবতার স্তুতিমূলক রচনাকে
 ✓ গ) লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী, ছড়া, গান ইত্যাদিকে
 ঘ) গ্রামের অশিক্ষিত ও অখ্যাত লোকের সৃষ্ট রচনাকে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' প্রভৃতি রূপকথার বই সম্পাদনা করেন কে? — দক্ষিণারঞ্জন মিত্র।
২. লালন শাহের গুরু কে? — সিরাজ শাহ।
৩. "আমার ঘরে চাবি পরের হাতে" চরণটির রচয়িতা কে? — লালন শাহ।
৪. নদের চাঁদ কোন পালাগানের চরিত্র? — মহুয়া।
৫. হারামণি কি? সংকলক কে? — প্রাচীন লোকগীতি, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন।
৬. Ballad অর্থ কী? — গীতিকা।
৭. বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত লোক গীতিকাগুলোকে কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়? — ৩ ভাগে। নাথগীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, মৈয়মনসিংহ গীতিকা।
৮. লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি কী? — ছড়া।
৯. ময়মনসিংহ গীতিকার সংগ্রাহক কে? এটি কত সালে প্রকাশিত হয়? — ড. দীনেশচন্দ্র সেন। এটি ১৯২৩ প্রকাশিত হয়।
১০. ময়মনসিংহ গীতিকার প্রথম সংগ্রাহক কে? — চন্দ্রকুমার দে।
১১. 'দেওয়ানা মদিনা' পালার রচয়িতা কে? এই পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো কী কী?
 — মনসুর বয়তি। এই পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্র আলাল, দুলাল, মদিনা।
১২. 'মহুয়া' পালার রচয়িতা কে? এই পালার চরিত্রগুলো কী কী?
 — দ্বিজকানাই। এর চরিত্র মহুয়া, হুমরাবেদে, নদের চাঁদ।
১৩. 'ময়মনসিংহ গীতিকা' কয়টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে?
 — ২৩টি ভাষায়।
১৪. ড. আশরাফ সিদ্দিকী কে? — লোক সাহিত্যের সংগ্রাহক ও সংরক্ষক।
১৫. Folklore society এর কাজ কী? — লোক সাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
১৬. 'গল্পীরা' কোন অঞ্চলের লোক সঙ্গীত?
 — বৃহত্তর রাজশাহী-চাঁপাই নবাবগঞ্জ অঞ্চলের।
১৭. "জলভর সুন্দরী কইন্যা জলে ডিঙ দেউ-হাসি মুখে কণ্ঠা কথা সজে নেই মোর কেউ"-এটি কোন পালা থেকে নেওয়া?
 — মহুয়া পালা।
১৮. লালন শাহের অনুস্থান কোথায়? তার রচিত সঙ্গীত কী নামে পরিচিত?
 — কুষ্টিয়া। তার রচিত সঙ্গীত হল লালন সঙ্গীত।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক

- রুকুনউদ্দিন বরবক শাহের আমলে কবি মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' লিখতে শুরু করেন। বরবক শাহ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দেন।
- বিজয়পন্ডিত ইলিয়াস শাহী শাসনামলে মহাভারত রচনা করেন।
- হুসেন শাহের রাজদরবারে খ্যাতনামা কবিগণ হলেন মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত, যশোরাজ প্রমুখ। বরিশালের কবি বিজয়গুপ্ত সুলতান হুসেন শাহের আমলে রচনা করেন 'পদ্মপুরাণ'। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রামের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলায় মহাভারত অনুবাদ করেন। কবি শ্রীধর ফিরোজ শাহের আমলে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন।
- বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস বিষয়ক প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লিখেন সুকুমার সেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত বই হল 'আবোল তাবোল'।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ১। কোন কবি হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেন?
 — মালাধর বসু।
- ২। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন — পাঠান শাসকবর্গ।

লেখকতার নং - ৬

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ ও বাংলা গদ্যের উদ্ভব

আধুনিক যুগকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়— ১৮০১-১৮৬০ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায় এবং ১৮৬১ থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়। আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির প্রচলন ঘটে। দোম একদিনও দ্য রোজারিও রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' বাংলা গদ্যের প্রাথমিক সূচনা। এটি বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি রোমান হরফে পর্তুগালের লিসবন থেকে মুদ্রিত হয়েছিল।

রোমান ক্যাথলিক পর্তুগীজ পাদ্রী মনো এল দ্য আসসুম্পসাঁও কর্তৃক ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত এবং ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নির্দশন হিসেবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি বর্তমান গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার নাগরী নামক স্থানে লিখিত।

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাসি হ্যালহেড ইংরেজি ভাষায় সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। এর নাম ছিল A Grammar Of The Bengali Language। এটি ছিল আংশিক বাংলা হরফে মুদ্রিত গ্রন্থ।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও পণ্ডিতগণ

লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রী. ৪ এপ্রিল, কলকাতার লালবাজারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ চালু ছিল ১৮০০-১৯৫৪ পর্যন্ত। এ কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হয় ১৮০১ সালে। বাংলা গদ্যের বিকাশে প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ অবদান রয়েছে। বাংলা বিভাগের মোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১ জন অধ্যক্ষ, ২ জন পণ্ডিত, ৬ জন সহকারী পণ্ডিত। পণ্ডিতগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উইলিয়াম কেরী, রাম রাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় তর্কলংকার, গোলকনাথ শর্মা প্রমুখ।

বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন উইলিয়াম কেরী। তিনি ১৮০১ খ্রী. মে মাসে কলেজে যোগদান করেন। বাংলা গদ্যের বিকাশে বিদেশীদের মধ্যে তাঁর অবদান সর্বাধিক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করেন ১৮৪১ সালে।

গ্রন্থ রচনা :

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে ১৩টি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচনা করেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, ৫ খানা।

উইলিয়াম কেরী রচিত গ্রন্থ কথোপকথন।

বাঙালি রচিত এবং বাংলা ভাষার মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, রচয়িতা রাম রাম বসু। এটি বাংলা ভাষার প্রথম গদ্যের নিদর্শন। রাম রাম বসুকে কেরী সাহেবের মুন্সী বলা হয়।

'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার।

উইলিয়াম কেরী

বাংলা গদ্যের বিকাশে উইলিয়াম কেরীর নাম সর্বাপেক্ষে স্মরণযোগ্য। উইলিয়াম কেরী প্রথম বাইবেল অনুবাদ করেন 'মঙ্গল সমাচার' নামে। 'কথোপকথন', 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা উইলিয়াম কেরী।

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন :

১. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয় — [২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
 ক) ১৮০০ সালে ✓ খ) ১৮০১ সালে
 গ) ১৮০২ সালে ঘ) ১৮০৪ সালে
৪. বাংলা গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তিকাল — [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
 ক) ষোড়শ শতাব্দী খ) সপ্তদশ শতাব্দী
 গ) অষ্টাদশ শতাব্দী ✓ ঘ) ঊনবিংশ শতাব্দী
২. 'বত্রিশ সিংহাসন' - এর রচয়িতা কে? [২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
 ক) উইলিয়াম কেরি খ) গোলকনাথ শর্মা
 গ) রাম রাম বসু ✓ ঘ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার
৩. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ কে ছিলেন? [৩৪তম বিসিএস পরীক্ষা]
 ✓ ক) উইলিয়াম কেরি খ) লর্ড ওয়েলেসলি
 গ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ঘ) রামরাম বসু

১. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল?

- ব্রিটিশ অফিসারদের বাংলা শিক্ষা দেয়া।
২. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কবে কোথায় স্থাপিত হয়?
— ১৮০০, ৪ মে। কলকাতার লালবাজারে।
৩. বাঙালি রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের নাম কি?
— রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, রচয়িতা রাম রাম বসু।
৪. বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থের নাম নির্দেশ করুন -
— কথোপকথন।
৫. কেরী সাহেবের মুনশী বলা হয় - — রাম রাম বসুকে।
৬. বাঙালীর লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'
এর রচয়িতা কে? — দোম আন্তোনিও দো- রোজারিও।
৭. বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকাশে কোন প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ অবদান রয়েছে?
— ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।
৮. উইলিয়াম কেরীর রচনা - — কথোপকথন।
৯. কোন দু'জন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গ্রন্থ প্রণয়নকারী পণ্ডিত?
— মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসু।
১০. বাংলা গদ্যের বিকাশে কোন্ বিদেশী/কার অবদান সর্বাধিক?
— উইলিয়াম কেরী।
১১. 'ফোর্ট উইলিয়াম যুগে' সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন—
— মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।
১২. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কত সালে বাংলা বিভাগ চালু হয়?
— ১৮০১ সালে।
১৩. 'কথোপকথন' ইতিহাসমালা' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কে?
— উইলিয়াম কেরী।
১৪. 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কে?
— মৃত্যুঞ্জয় তর্কলংকার।

রাজা রামমোহন রায়

ব্রাহ্ম সমাজ হল সংস্কারপন্থী হিন্দু সমাজ যারা বহুঈশ্বরবাদী ধারণা বাদ দিয়ে একেশ্বরবাদী চিন্তা চেতনা লালন করেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ১৮২৮ সালে। তাঁর আন্দোলনের ফলে লর্ড বেন্টিন্ ১৮২৯ সালে আইন করে সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীকে একই চিতায় জীবন্ত দাহ করার নিয়ম হল সতীদাহ।

রামমোহন রায় রচিত গ্রন্থ বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৫),
ভট্টাচার্যের সহিত বিচার- (১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮),
প্রবর্তক ও নির্বর্তকের সম্বাদ (১৮১৯)।

‘সতীদাহ প্রথা’ বিলোপ প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের গ্রন্থের নাম হল প্রবর্তক ও নির্বাকের সম্বাদ।

পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যরীতি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন রাজা রায়মোহন রায়। তাঁর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)।

রামমোহন রায় সম্পাদিত পত্রিকাগুলো হল মীরাতুল আখবার (ফারসি ভাষায়), সম্বাদ কৌমুদী (বাংলা ভাষায়), ব্রাহ্মণ সেবধি (ইংরেজি ভাষায়)।

সাময়িক পত্র

দিগদর্শন (এপ্রিল - ১৮১৮)	সম্পাদক - জেসি মার্শম্যান
সমাচার দর্পণ (১৮১৮, (সাপ্তাহিক)	সম্পাদক - জেসি মার্শম্যান
বাজালা গেজেট (১৮১৮, (সাপ্তাহিক)	সম্পাদক - গজাকিশোর ভট্টাচার্য
সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১)	সম্পাদক - রামমোহন রায়
সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২)	সম্পাদক - ভবানীচরণ বন্যোপাধ্যায়
জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩৩)	সম্পাদক - দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১)	সম্পাদক - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন :

১. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িকপত্র কোনটি? (২৪তম বিসিএস পরীক্ষা)
- | | |
|------------------|----------------|
| (ক) বেঙ্গল গেজেট | (খ) বঙ্গ দর্শন |
| (গ) সমাচার দর্পণ | ✓ (ঘ) দিগদর্শন |

২. রাজা রামমোহন রায় রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কি? (২৫তম বিসিএস প্রশ্নিকা)
- | | |
|----------------------|--------------------------|
| ক) আধুনিক ব্যাকরণ | খ) সংস্কৃত বাংলা ব্যাকরণ |
| ✓ গ) গৌড়ীয় ব্যাকরণ | ঘ) The Bengali Grammar |

સુશ્ચિષ્ટ પ્રશ્ન

১. বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কে? নাম কি?
— রাজা রামমোহন রায়। গৌড়ীয় ব্যাকরণ।
২. কার আন্দোলনের ফলে উইলিয়াম বেন্টিং আইনের দ্বারা সতীদাহ প্রথা নিরোধ করেন? — রামমোহন রায়।
৩. পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যরীতির ব্যবহার করেন কোন বাঙালি? — রাজা রামমোহন রায়।
৪. ব্রাহ্মসমাজ কে কে প্রতিষ্ঠা করেন? — রামমোহন রায়। ১৮২৮ সালে।
৫. বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক পত্রিকা কোনটি? — সংবাদ প্রভাকর।
৬. সতীদাহ প্রথা কত সালে বিলোপ সাধন করা হয় ও কে করেন?
— ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্কে এ প্রথার বিলোপ করেন।
৭. সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রামমোহন রায় রচিত গ্রন্থের নাম কী?
— প্রবর্তক নিবর্তন সঙ্গদ।
৮. 'মীরাতুল আখবার' পত্রিকাটির সম্পাদক কে? এটি কোন ভাষার পত্রিকা?
— রামমোহন রায়। ফারসি ভাষায়।

পুরাতন রীতির কবি

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত

যুগসন্ধিক্ষণ বলতে আমরা ১৭৬০-১৮৬০ এই ১০০ বছরকে বুঝি।
ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর হতে পরবর্তী ১০০ বছর যুগ সন্ধিক্ষণ নামে
পরিচিত। যুগ সন্ধিক্ষণের কবি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)।
তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি।
ঈশ্বরচন্দ্র সম্পাদিত পত্রিকার নাম সংবাদ প্রভাকর। এটি ১৮৩১ সালে
প্রকাশিত হয়।

মদনমোহন তর্কালংকার (১৮১৭-১৮৫৮)

পুরাতন রীতির শেষ কবি।

কাব্য: রস তরঙ্গিনী (১৮৩৪), বাসবদত্তা (১৮৩৬) [ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যা
সন্দর' - এর অনুরোধে রচিত]

তিন খণ্ডে সংকলিত তাঁর 'শিশু শিক্ষা' (১৮৪৯-৫০) ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তকরূপে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

তাঁর দুটি বিখ্যাত পঙ্ক্তি -

১. পাখী সব করে রব রাত্রি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।
২. সকলে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন যেন আমি ভাল হয়ে চলি।

સંશ્લિષ્ટ પ્રશ્ન

১. যুগসন্ধির কবি হলেন — ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
২. কবি ঈশ্বরচন্দ্র কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? প্রকাশকাল কবে?
— সংবাদ প্রভাকর। ১৮৩১ সাল।
৩. সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি — কার রচনা?
— মদনমোহন তর্কালংকার।
৪. যুগসন্ধিক্ষণ বলতে কোন সময়কে বুঝি?
— ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ সাল।
৫. বাংলা সাহিত্য প্রথম আধুনিক কবি কাকে বলা হয়?
— ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।